সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক

কালের আলো

KALER ALO ■ PRGI No. TRBEN/25/A0016 ■ Vol-3 ■ Issue-338 ■ Tuesday, 16 June, 2026 ■ মঙ্গলবার, ১ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ■ ৮ পৃষ্ঠা ■ মূল্য- ৫ টাকা

গণতন্ত্র ভিজল জলকামানে

নিট প্রশ্নফাঁসের জবাবে লাঠির বাড়ি যুব কংগ্রেসে পুলিশের কড়া অ্যাকশন

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, জ্বালানি ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন দাম বৃদ্ধি এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে সোমবার রাজধানী আগরতলায় যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি, জলকামান নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জের ঘটনায় অন্তত ১২ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং তিনজনের হাত ভেঙে যায় বলে দাবি করেছে যুব কংগ্রেস।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে যুব কংগ্রেসের একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, সিএনজি, পিএনজি, এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার এবং বেকার সমস্যার সমাধানের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেন।

মিছিলটি আরএমএস চৌমুহনী এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ তাঁদের অগ্রগতি আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। এরপরই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ প্রথমে জলকামান ব্যবহার করে। তবে তাতেও আন্দোলনকারীরা পিছু না হটলে অনেকেই রাস্তায় বসে ও শুয়ে বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে থাকেন।

পুলিশ বিক্ষোভকারীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এতে অন্তত ১২ জন যুব কংগ্রেস কর্মী আহত হন। ঘটনাস্থলে কিছু সময়ের জন্য চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং যান চলাচলও ব্যাহত হয়।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, "কোচিং মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে দেশের ২২ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ *সাতের পাতায় দেখুন*

■ আগরতলায় আরএমএস চৌমুহনীতে প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায় পুলিশকর্মীরা।

শিয়রে বর্ষা, তোড়জোড়

সচেতনতায় নির্দেশের ঝড় সচিবালয়ে

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেম এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের জনসেবামূলক কাজ আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও দায়িত্ব নিয়ে করার জন্য নির্দেশ দেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নেশা ও অপরাধের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে অভিযান পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি জেলায় মোবাইল পেট্রোলিং ব্যবস্থা সর্বদা সক্রিয় রাখতে হবে এবং শিশুদের পার্ক বা জনসমাগম হয় এমন জায়গাগুলিতে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে সতর্ক থাকতে হবে। এই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে আরও তৎপর ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। জনস্বাস্থ্য ও নাগরিক পরিষেবার বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপর জোর দেন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবগত হন। পাশাপাশি বিভিন্ন খাবার দোকানে খাবার তৈরিতে গুণমান বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে ফুড সেফটি অফিসারদের আরও বেশি করে ক্ষেত্র পর্যায়ে গিয়ে তদন্ত ও নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেন। বর্ষার মরশুমে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলির দ্রুত সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের যাতায়াতে যাতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। মোহনপুর থেকে সুবল সিং পর্যন্ত রাস্তার কাজ দ্রুত ও নির্ধারিত মান বজায় রেখে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন তিনি। এছাড়াও বিভিন্ন *সাতের পাতায় দেখুন*

শ্রমিকদের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে না ফেরার দেশে রাজু

কালের আলো প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৫ জুন ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার লুধুয়া চা বাগানে এক মর্মান্তিক সাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন রাজু দাস (৩৪) নামে এক শ্রমিক। সোমবার বিকেলে ঘটে যাওয়া এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় গোটা চা বাগান এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, রাজু দাস দীর্ঘদিন ধরে লুধুয়া চা বাগানে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ওপর বাগানের বিভিন্ন টিলায় কর্মরত শ্রমিকদের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল। প্রতিদিনের মতো সোমবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ তিনি সাইকেলে করে এক টিলা থেকে অন্য টিলায় শ্রমিকদের জন্য জল নিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, চলার পথে হঠাৎ সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন রাজু। মুহূর্তের মধ্যে তিনি সাইকেলসহ রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনার সময় সাইকেলের একটি লোহার রড তাঁর পেটে ঢুকে যায়, ফলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনাস্থলেই তিনি যন্ত্রণায় ছটফট *সাতের পাতায় দেখুন*

■ পানীয় জলের দাবিতে করবুক-যতনবাড়ি সড়ক অবরোধ করেন পূর্ব মাণিক্য দেওয়ান টিটিএএডিসি ভিলেজের সব বয়সের জনগণ।

এক ঝটকায় থেমে গেল মন্টির জীবন

কালের আলো প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুন ।। স্নান করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু গৃহবধূর। সোমবার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাইবাড়ি এলাকায় এই হৃদয়বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, গামাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ৩১ বছর বয়সি সরস্বতী চৌধুরী ওরফে মন্টি চৌধুরী প্রতিদিনের মতো সোমবার নিজ বাড়িতে স্নান করতে যান। স্নান করার সময় আচমকাই তিনি বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতরভাবে আহত হন। পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পান।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ফলেই *সাতের পাতায় দেখুন*

ধর্মনগর কাঁপানো মামলায় স্বস্তি অভিযুক্তদের, হাইকোর্ট দিল জামিন

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর পুর পরিষদের কাউন্সিলর তথা ধর্মনগর যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি রাহুল কিশোর রায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া বহুল আলোচিত মামলায় গুরুত্বপূর্ণ মোড় এল। সোমবার ত্রিপুরা হাইকোর্ট মামলার পাঁচ অভিযুক্তকে আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে। বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিতের একক বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গত, গত ৪ মে ধর্মনগর উপ-নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাহুল কিশোর রায়ের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনার পর থেকেই তিনি মানসিকভাবে চাপে ছিলেন বলে দাবি করেন পরিবারের সদস্যরা। পরবর্তীতে রাহুল কিশোর রায়ের আত্মহত্যার ঘটনায় রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

রাহুল কিশোর রায়ের স্ত্রী অনন্যা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, উপ-নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সংঘটিত হামলার ঘটনাই তাঁর স্বামীর আত্মহত্যার অন্যতম কারণ। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি ধর্মনগর থানায় সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ আনা হয় এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

মামলায় নাম জড়ানো অভিযুক্তরা প্রথমে ধর্মনগর আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানালেও আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। এরপর অভিযুক্তদের মধ্যে *সাতের পাতায় দেখুন*

২৫ বস্তা বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার খোঁজা হচ্ছে 'অলৌকিক' প্রবেশপথ

কালের আলো প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ জুন ।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ঊনকোটি জেলার চণ্ডীপুর বিধানসভা এলাকার সমরুমুখ অঞ্চলের একটি গভীর জঙ্গল থেকে বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সিগারেটের পরিমাণ এবং এর সম্ভাব্য বাজারমূল্য নিয়ে এলাকাজুড়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বিকেল ৪টা নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের একটি যৌথ দল সমরুমুখ এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে সীমান্ত সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত জঙ্গল থেকে ২৫ বস্তা বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ উদ্ধারকৃত সিগারেটের বাজারমূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বলে অনুমান করলেও স্থানীয় সূত্রের দাবি, প্রকৃত মূল্য ১২ লক্ষ টাকার কাছাকাছি হতে পারে।

উদ্ধার হওয়া সামগ্রী সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসা হয়। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। ফলে কারা এই বিপুল পরিমাণ অবৈধ পণ্য সীমান্ত এলাকায় *সাতের পাতায় দেখুন*

স্বপ্নপূরণে স্কুলশিক্ষার পথে আর নয় বাধা প্যাডেল মারছে রাজ্যের ৪০ হাজার কন্যা

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। ত্রিপুরায় শিক্ষাক্ষেত্রে ড্রপআউটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য মহিলাদের স্বশক্তিকরণ এবং কন্যাশিক্ষার প্রসার। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সোমবার আগরতলার শিশু বিহার স্কুলে নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।

বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চলতি বছরে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৪১ হাজার ৮০০ ছাত্রীকে বাইসাইকেল প্রদান করা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্রীদের নিয়মিত ও সময়মতো বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং তাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আরও উৎসাহ সৃষ্টি করা।

■ শিশু বিহার স্কুলের নমম শ্রেণির ছাত্রীদের বাইসাইকেল বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার নারীর উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, "জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশই মহিলা। মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া দেশ ও সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারীদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, কন্যাশিক্ষার প্রসারে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। মেয়েরা যখন গুণগত শিক্ষা লাভ করে, তখন শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত উন্নয়নই নয়, পরিবারের পাশাপাশি সমাজ, রাজ্য এবং দেশেরও উন্নয়ন ঘটে। শিক্ষাক্ষেত্রে মেধার বিচারে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেহ *সাতের পাতায় দেখুন*

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

গণতন্ত্রের নতুন পাঠশালা

রাজধানী আগরতলার আরএমএস চৌমুহনীতে সোমবারের ঘটনাটি নিছক একটি রাজনৈতিক বিক্ষোভ বা পুলিশি হস্তক্ষেপের ঘটনা নয়। এটি আমাদের গণতন্ত্রের বর্তমান স্বাস্থ্য পরীক্ষার একটি নমুনা মাত্র। যেখানে নাগরিকদের প্রশ্নের উত্তর তথ্য দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে নয়, বরং জলকামান ও লাঠির মাধ্যমে দেওয়ার প্রবণতা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

যুব কংগ্রেসের কর্মীরা রাস্তায় নেমেছিলেন কয়েকটি দাবিকে সামনে রেখে- নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা, জ্বালানি ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। দাবিগুলো রাজনৈতিক হতে পারে, কিন্তু সমস্যাগুলো যে বাস্তব, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী যখন একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তখন সেই উদ্বেগকে গুরুত্ব দেওয়ার বদলে বিষয়টিকে রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। বাজারে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ছে, রান্নাঘরের বাজেট ভেঙে পড়ছে, যুব সমাজ চাকরির আশায় বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে- এগুলোও বাস্তবতা। কিন্তু এই বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখানোর চেয়ে প্রতিবাদকারীদের মুখোমুখি হওয়াই যেন প্রশাসনের কাছে অনেক সহজ কাজ।

আরএমএস চৌমুহনীতে যখন বিক্ষোভকারীরা পৌঁছালেন, তখন প্রশাসনের সামনে সুযোগ ছিল। চাইলে প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলা যেত, স্মারকলিপি নেওয়া যেত, আলোচনা হতে পারত। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আলোচনা এখন দুর্লভ, আর বলপ্রয়োগ অত্যন্ত সহজলভ্য। ফলে গণতান্ত্রিক সংলাপের জায়গা দখল করে নিল জলকামানের ফোয়ারা এবং লাঠির বাড়ি।

মজার বিষয় হলো, এই দৃশ্য দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে দেখা যায়। ক্ষমতায় থাকলে আন্দোলনকারীদের 'উচ্ছৃঙ্খল' বলা হয়, আর বিরোধী দলে থাকলে একই আন্দোলনকে 'গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। রাজনৈতিক দলের পতাকা বদলায়, বক্তব্য বদলায়, কিন্তু জনগণের প্রতি আচরণের ধরন খুব একটা বদলায় না। যেন ক্ষমতার করিডরে ঢুকলেই সবার রাজনৈতিক অভিধান এক হয়ে যায়।

এক সময় যে দল পুলিশের লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে সরব ছিল, ক্ষমতায় এসে তারাই প্রশাসনের কঠোরতাকে 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা' বলে ব্যাখ্যা করে। আবার যারা আজ পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করছে, তারাও অতীতে ক্ষমতায় থাকাকালীন একই ধরনের ঘটনার জন্য কম সমালোচিত হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এই রাজনৈতিক নাটকের চিত্রনাট্য বেশ পরিচিত।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, কেন বারবার মানুষকে রাস্তায় নামতে হচ্ছে? যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ পর্যাপ্ত হয়, যদি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকে, যদি পরীক্ষাব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা অটুট থাকে, তাহলে কি এত ক্ষোভ জমত? সমস্যা হলো, মূল প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার বদলে আমরা প্রায়শই প্রশ্নকর্তাদের নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

আজকের যুব সমাজ শুধু রাজনৈতিক স্লোগান দেয় না; তারা চাকরি চায়, স্বচ্ছতা চায়, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা চায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের অনেক প্রশ্নই ক্ষমতার করিডরে পৌঁছানোর আগেই ব্যারিকেডে আটকে যায়। আর ব্যারিকেড পেরোতে গেলে অপেক্ষা করে জলকামান, আটক, কখনও লাঠিচার্জ।

ঘটনার আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে সংলাপের জায়গা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। গণতন্ত্রের শক্তি বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমন করার মধ্যে নয়, সেই কণ্ঠস্বরকে শুনে তার উত্তর দেওয়ার মধ্যে। যে রাষ্ট্র প্রশ্নকে ভয় পায়, সে রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত নিজের ওপরই আস্থা হারায়।

অবশ্য এই ঘটনার পর রাজনৈতিক তরজা চলবে, বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি হবে, সামাজিক মাধ্যমে সমর্থক ও বিরোধীরা নিজেদের অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কয়েকদিন পর হয়তো নতুন কোনো ঘটনা সংবাদ শিরোনাম দখল করবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে গ্যাসের দাম কমবে না, বাজারের খরচ কমবে না, বেকারের হাতে চাকরির নিয়োগপত্রও পৌঁছাবে না।

এই কারণেই আগরতলার ঘটনাটি শুধুমাত্র একটি বিক্ষোভ নয়; এটি আমাদের সময়ের প্রতিচ্ছবি। যেখানে সমস্যার চেয়ে প্রতিবাদ বেশি আলোচিত হয়, সমাধানের চেয়ে সংঘর্ষ বেশি দৃশ্যমান হয়, আর প্রশ্নের জবাবে উত্তর নয় জলকামান ও লাঠিই বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

গণতন্ত্রের সৌন্দর্য বিরোধী মতকে দমন করার ক্ষমতায় নয়, তাকে সহ্য করার মানসিকতায়। আর যদি সেই মানসিকতার জায়গায় বারবার বলপ্রয়োগ স্থান করে নেয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবেই আমরা কি সত্যিই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করছি, নাকি শুধু তার মঞ্চসজ্জা অক্ষত রেখে ভিতটা ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিচ্ছি?

প্রযুক্তি ভারত ও স্লোভাকিয়ার ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ : প্রধানমন্ত্রী

ব্রাতিস্লাভা, ১৫ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ও ব্রাতিস্লাভায় স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। পরে ভারত ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য আমি স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি একজন অভিজ্ঞ নেতা এবং ভারতের প্রকৃত বন্ধু। ভারত ও স্লোভাকিয়ার বন্ধুত্বকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আমি আনন্দিত যে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে আমাদের দুই দেশের সম্পর্কের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।'

নরেন্দ্র মোদীই হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি স্লোভাকিয়া সফরে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মোদী বলেন, 'এই সফরটি কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর স্লোভাকিয়া সফরের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা আমাদের সম্পর্ককে একটি 'সামগ্রিক অংশীদারিত্ব'-এর পর্যায়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি আমাদের পারস্পরিক আস্থা, অভিন্ন অগ্রাধিকার এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি যৌথ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্লোভাকিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর জন্য নিবেদিত একটি "ইন্ডিয়া চেয়ার" প্রতিষ্ঠিত হতে চলায় আমি আনন্দিত। আমাদের যৌথ লক্ষ্য হলো এআই-কে মানবজাতির সেবা ও অগ্রগতির এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা। আমরা বিশ্বাস করি, এআই-এর ভবিষ্যৎ কেবল উদ্ভাবনের ওপর নয়, বরং আস্থা, দায়িত্ববোধ এবং মানবিক মর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, 'ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে স্লোভাকিয়ার সমর্থনের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : প্রতিচ্ছবি না নতুন প্রতিচ্ছায়া?

জহিরুল ইসলাম

।। কক্সবাজার।। ১৫ জুন।। ১৯৫০ সালে ব্রিটিশ গণিতবিদ অ্যালান টিউরিং একটি প্রশ্ন করেছিলেন, যা সে সময়ের অধিকাংশ মানুষের কাছে ছিল বিজ্ঞানকল্পকাহিনির মতো"Can machines think" অর্থাৎ, যন্ত্র কি চিন্তা করতে পারে? টিউরিং জানতেন, 'চিন্তা' শব্দটির সংজ্ঞা নিয়েই মানুষের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাই তিনি প্রশ্নটিকে অন্যভাবে সাজিয়েছিলেন। যদি কোনো যন্ত্র এমনভাবে মানুষের সঙ্গে কথোপকথন চালাতে পারে যে একজন সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারে সে মানুষ নাকি যন্ত্রের সঙ্গে কথা বলছে, তাহলে কি তাকে চিন্তাশীল বলা যাবে না? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে এসে পৌঁছেছে মানবসভ্যতা।

টিউরিং যখন এই প্রশ্ন তুলেছিলেন, তখন পৃথিবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে। কম্পিউটার ছিল বিশালাকার, ব্যয়বহুল এবং সীমিত ক্ষমতার যন্ত্র। তাঁর কল্পনাকে অনেকে নিছক দুঃসাহস কিংবা কল্পবিজ্ঞান বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ, সাত দশকেরও বেশি সময় পরে, আমরা এমন এক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে একটি চ্যাটবট কবিতা লিখতে পারে, গবেষণার সারসংক্ষেপ তৈরি করতে পারে, প্রোগ্রামিং কোড লিখতে পারে, চিকিৎসাবিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, এমনকি দর্শন ও সাহিত্য নিয়েও মানুষের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। একসময় মানুষ বিদ্যুতের বাল্বকে ভয় পেয়েছিল, কারণ আলোকে মনে হয়েছিল অদৃশ্য এক শক্তির প্রকাশ। পরে ভয় পেয়েছিল বাষ্পশক্তিকে, তারপর কম্পিউটারকে। আজ আমরা ভয় পাচ্ছি এমন এক বুদ্ধিকে, যার কোনো শরীর নেই, চোখ নেই, মুখ নেইঅথচ আছে ভাষা, স্মৃতি, শেখার ক্ষমতা এবং ক্রমবর্ধমান প্রভাব। এই কারণেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেবল একটি প্রযুক্তি নয়; এটি মানবসভ্যতার চিন্তার ইতিহাসে এক নতুন মোড়।

মানবসভ্যতার ইতিহাস মূলত সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের ইতিহাস। আগুন মানুষকে অন্ধকার ও শীতের বিরুদ্ধে শক্তি দিয়েছে। চাকা দূরত্বকে ছোট করেছে। মুদ্রণযন্ত্র জ্ঞানকে অভিজাতের গ্রন্থাগার থেকে সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। বাষ্পশক্তি শিল্পবিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। বিদ্যুৎ রাতকে দিনের সম্প্রসারণে রূপান্তর করেছে। ইন্টারনেট পৃথিবীকে একটি বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করেছে। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশেষত্ব অন্য জায়গায়। আগের প্রায় সব প্রযুক্তি মানুষের শারীরিক সক্ষমতা, গতি বা যোগাযোগশক্তিকে বিস্তৃত করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রথম প্রযুক্তি, যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে। আমরা এখন শুধু হাতের কাজ নয়, মনের কিছু কাজও যন্ত্রের হাতে তুলে দিচ্ছি। এ কারণেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনা কেবল প্রকৌশলের বিষয় নয়; এটি দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহজ সংজ্ঞা হলো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজশেখা, যুক্তি করা, ভাষা ব্যবহার করা, সমস্যা সমাধান করাএসবকে যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পাদনের প্রচেষ্টা। কিন্তু সংজ্ঞার আড়ালেই লুকিয়ে আছে একটি গভীর দার্শনিক প্রশ্ন। অনুকরণ আর বোঝা কি একই বিষয়? দার্শনিক জন সার্লের বিখ্যাত 'চীনা কক্ষ' চিন্তা-পরীক্ষার কথা এখানে স্মরণ করা যায়। তিনি এমন একজন ব্যক্তির কল্পনা করেছিলেন, যিনি চীনা ভাষার একটি শব্দও বোঝেন না, কিন্তু একটি নির্দেশিকা অনুসরণ করে চীনা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। বাইরে থেকে মনে হবে তিনি ভাষাটি জানেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি কেবল প্রতীক সাজাচ্ছেন; অর্থ বুঝছেন না। আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ঘিরেও প্রশ্নটি একই। যখন একটি ভাষা মডেল লিখে, "বৃষ্টি পড়ছে, মাটির গন্ধে শৈশব ফিরে আসে", তখন কি সে সত্যিই বৃষ্টির গন্ধ জানে? নাকি কোটি কোটি বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে নিয়ে এমন একটি বাক্য তৈরি করে, যা মানুষের কাছে অর্থবহ মনে হয়? আমরা যখন বলি 'আমি জানি', তখন কি শুধু তথ্য জানাকে বোঝাই, নাকি অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উপলব্ধিকেও বোঝাই? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের সেই প্রশ্নগুলো নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।

অবশ্য মানুষের নিজের প্রতিচ্ছবি তৈরির স্বপ্ন নতুন নয়। প্রাচীন গ্রিক পুরাণে দেবতা হেফাইস্তাসের যান্ত্রিক দাসীর কথা পাওয়া যায়। মধ্যযুগে মুসলিম প্রকৌশলী আল-জাজারি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ও যান্ত্রিক ঘড়ি নির্মাণ করেছিলেন। রেনেসাঁ যুগে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি একটি যান্ত্রিক যোদ্ধার নকশা এঁকেছিলেন। মানুষ বরাবরই এমন কিছু সৃষ্টি করতে চেয়েছে, যা তার নিজের কাজ করতে পারে। আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডার্টমাউথ সম্মেলনে, যেখানে Artificial Intelligence (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) শব্দবন্ধটির জন্ম হয়। সে সময় গবেষকেরা আশাবাদী ছিলেন যে কয়েক দশকের মধ্যেই মানুষের সমতুল্য বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু

বাস্তবতা ছিল অনেক কঠিন। প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় একাধিকবার গবেষণা স্থবির হয়ে পড়ে, অর্থায়ন কমে যায়, যাকে ইতিহাসে 'জ্জছদ্রন্ঠত্র বলা হয়। তবে প্রযুক্তির ইতিহাসে বড় বিপ্লব প্রায়ই নীরবে জন্ম নেয়। ইন্টারনেট বিপুল পরিমাণ তথ্য এনে দিল, কম্পিউটারের গণনাশক্তি বহুগুণ বাড়ল, আর ২০১২ সালে ঙ্গত্রঅঞ্জ্রন্ঠনামের একটি ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক ছবি শনাক্তকরণে যুগান্তকারী সাফল্য দেখিয়ে পুরো ক্ষেত্রটিকে নতুন গতিপথে নিয়ে যায়। সেই মুহূর্ত থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণাগারের দেয়াল পেরিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠতে শুরু করে।

এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মেশিন লার্নিং। একটি শিশু যেমন বারবার ভুল করে হাঁটতে শেখে, তেমনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে ভুল-সংশোধনের মাধ্যমে শেখে। ডেটা তার শিক্ষক, অ্যালগরিদম তার শিক্ষণ-পদ্ধতি, আর ফলাফল তার পরীক্ষার খাতা। আমরা প্রতিদিন এর ব্যবহার দেখি, যদিও অনেক সময় তা খেয়াল করি না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোন পোস্টটি আগে দেখবেন, ভিডিও প্ল্যাটফর্ম কোন কনটেন্টটি আপনার সামনে আনবে, অনলাইন দোকান কোন পণ্যটি সুপারিশ করবেসবকিছুর পেছনেই কাজ করছে মেশিন লার্নিং। আজ অনেক সময় আমাদের স্মার্টফোন আমাদের পরবর্তী শব্দটি আমাদের আগেই অনুমান করতে পারে। এতে মনে হতে পারে যন্ত্রটি আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। বাস্তবে সে আমাদের আচরণের পরিসংখ্যানগত মানচিত্র তৈরি করেছে এবং সেই মানচিত্রের ভিত্তিতে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অনুমান করছে।

মেশিন লার্নিংয়ের আরও উন্নত রূপ হলো ডিপ লার্নিং। এটি মানবমস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্ক থেকে অনুপ্রাণিত। অসংখ্য গাণিতিক সংযোগ তথ্যের স্তর তৈরি করে এবং ধীরে ধীরে জটিল প্যাটার্ন শনাক্ত করতে শেখে। এভাবেই যন্ত্র ছবি চেনে, ভাষা বোঝে, রোগ শনাক্ত করতে সাহায্য করে এবং নতুন লেখা তৈরি করে। কিন্তু এর একটি রহস্যময় দিকও আছে। আমরা জানি ডিপ লার্নিং কাজ করে, কিন্তু অনেক সময় জানি না কেন একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এই কারণেই একে প্রায়ই 'ব্ল্যাক বক্স' বলা হয়। ক্ষমতা বাড়ছে, কিন্তু ব্যাখ্যার স্বচ্ছতা সবসময় একই হারে বাড়ছে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সবচেয়ে আলোচিত পরিবর্তন এসেছে জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে। কিছু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল শুধু তথ্য বিশ্লেষণ করে না; তারা নতুন লেখা তৈরি করে, প্রশ্নের উত্তর দেয়, ধারণা ব্যাখ্যা করে এবং সৃজনশীল কাজেও অংশ নেয়। একইভাবে চিত্র-সৃষ্টিকারী মডেলগুলো ছবি তৈরি করতে পারে, যা কয়েক বছর আগেও বিস্ময়কর বলে মনে হতো। এর ফলে সৃজনশীলতার সংজ্ঞাও নতুনভাবে আলোচিত হচ্ছে। যদি একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি সুন্দর কবিতা লিখতে পারে, তবে সেই কবিতার মূল্য কোথায়? শব্দে, নাকি অনুভূতিতে? যদি কোনো চিত্রকর্ম আমাদের আবেগাপ্লুত করে, তাহলে সেটি মানুষ এঁকেছে নাকি যন্ত্রএই তথ্য কি শিল্পের মূল্য নির্ধারণ করে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সহজ নয়। কারণ এগুলো প্রযুক্তির নয়, বরং নন্দনতত্ত্ব ও দর্শনের প্রশ্ন।

বাংলাদেশও এই পরিবর্তনের বাইরে নয়। কৃষিতে রোগ শনাক্তকরণ, স্বাস্থ্যসেবায় প্রাথমিক সহায়তা, বাংলা ভাষাভিত্তিক ডিজিটাল সেবা, শিক্ষা-সহায়ক প্রযুক্তি এবং সরকারি সেবার ডিজিটাল রূপান্তরবিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। কক্সবাজারের কোনো প্রত্যন্তগ্রামের একজন শিক্ষার্থী যদি বাংলা ভাষায় একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহকারীর মাধ্যমে উন্নত শিক্ষাসামগ্রী পায়, তবে জ্ঞানের বৈষম্য কমতে পারে। একজন কৃষক যদি মোবাইল ফোনে ফসলের ছবি তুলে রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পান, তবে উৎপাদনশীলতা বাড়তে পারে। আবার একই সঙ্গে উদ্বেগও রয়েছে। কিছু পেশা বদলে যাবে, কিছু কাজ স্বয়ংক্রিয় হবে, নতুন দক্ষতার চাহিদা তৈরি হবে। ফলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে গ্রহণ করা নয়; বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর ভবিষ্যতের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করা।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৈতিকতার প্রশ্ন। যদি প্রশিক্ষণ-তথ্যে পক্ষপাত থাকে, তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত নেবে। যদি ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে গোপনীয়তা হুমকির মুখে পড়বে। যদি কোনো স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, তবে দায় কার হবেনির্মাতার, ব্যবহারকারীর, নাকি প্রতিষ্ঠানের? যদি কোনো ব্যাংক বা নিয়োগব্যবস্থা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেয়, তবে সেই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা কি মানুষের কাছে স্পষ্ট হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর শুধু প্রকৌশলীরা দিতে পারবেন না। এখানে আইনবিদ, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারকদেরও অংশ নিতে হবে। কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ধীরে ধীরে একটি প্রযুক্তি থেকে সামাজিক বাস্তবতায় পরিণত হচ্ছে।

সবশেষে প্রশ্নটি আবার মানুষের কাছেই ফিরে আসে। মানুষকে মানুষ বানায় কী? ভাষা, যুক্তি, স্মৃতি, সৃজনশীলতা, নাকি অনুভূতি? দীর্ঘদিন আমরা বিশ্বাস করেছি এগুলো মানুষের একচ্ছত্র সম্পদ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই বিশ্বাসকে প্রশ্ন করছে। তবু মানুষ এখনো কেবল তথ্য প্রক্রিয়াকারী কোনো সত্তা নয়। মানুষ অর্থ নির্মাণ করে, ভালোবাসে, অনুতপ্ত হয়, স্বপ্ন দেখে, মৃত্যুর কথা ভাবে, একটি গান শুনে শৈশবকে মনে করে, একটি কবিতা পড়ে অকারণে আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠে। হয়তো এখানেই মানুষের সবচেয়ে গভীর পরিচয়।

টিউরিং প্রশ্ন করেছিলেন, "যন্ত্র কি চিন্তা করতে পারে?" একবিংশ শতাব্দীর এই সন্ধিক্ষণে এসে আমরা হয়তো আরও বড় একটি প্রশ্নের মুখোমুখিযন্ত্র যদি চিন্তা করতে শেখে, তবে মানুষ কি আরও ভালোভাবে মানুষ হতে শিখবে? সেই উত্তর এখনো লেখা হয়নি। ভবিষ্যৎবরাবরের মতোএখনো অলিখিত।

।। পাঠকের কলম ।।

ফটিকরায়ে পথ কুকুরের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ মানুষ দুর্ঘটনার শিকার পথচারী ও বাইক আরোহীরা

ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার ফটিকরায় এলাকায় পথ কুকুরের ক্রমবর্ধমান উপদ্রবে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে ফটিকরায় হাসপাতাল রোড এলাকায় কুকুরের তাণ্ডব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে পথচারী থেকে শুরু করে বাইক আরোহীরা প্রতিনিয়ত আতঙ্কের মধ্যে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চললেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও দপ্তরের তরফে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ফটিকরায় হাসপাতালের সামনে অবস্থিত ফটিকরায়-কুমারঘাট সড়কের উপর দিন-রাত প্রায় সারাক্ষণই একাধিক কুকুরের বিচরণ দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাচল করার সময় কিংবা মোটরবাইক নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই কুকুরের দল তেড়ে আসে। ফলে অনেকেই ভারসাম্য হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই একাধিক বাইক আরোহী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ মাহিষ্য দাস জানান, হাসপাতাল রোডের একটি মাংসের দোকানের সামনে খাবারের আশায় কয়েকটি কুকুর সারাক্ষণ অবস্থান করে। রাস্তা দিয়ে কেউ হেঁটে বা বাইক নিয়ে গেলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভোরবেলা কুকুরগুলির উপদ্রব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তিনি অভিযোগ করে বলেন, কুকুরের তাড়া খেয়ে বাইক থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর ছেলের পা ভেঙে গেছে। শুধু দিনের বেলায় নয়, রাতের সময়ও এই কুকুরগুলির আক্রমণাত্মক আচরণ অব্যাহত থাকে।

কৃষ্ণবাবুর আরও দাবি, এলাকায় অনেকেই এই কুকুরগুলিকে নিয়মিত খাবার দিলেও দুর্ঘটনা বা ক্ষতিপূরণের আশঙ্কায় কেউ নিজেদের মালিক হিসেবে পরিচয় দিতে চান না। ফলে সমস্যার সমাধান আরও জটিল হয়ে উঠছে। তিনি অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে রাস্তা থেকে কুকুরগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানান।

অপর এক বাসিন্দা মিন্টু দে বলেন, "রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গেলেই কুকুরগুলো পিছু ধাওয়া করে। অনেক সময় কামড়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে। কুকুরের তাড়া খেয়ে বহু বাইক আরোহী দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। গত কয়েক বছর ধরেই এই সমস্যা চললেও স্থায়ী সমাধান হয়নি।"

স্থানীয়দের অভিযোগ, শুধু ফটিকরায় নয়, কুমারঘাট মহকুমার বিভিন্ন এলাকাতেই পথ কুকুরের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। অথচ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে কুকুরদের নিয়ন্ত্রণ, টিকাকরণ কিংবা পুনর্বাসনের মতো কোনও কার্যকর উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

উল্লেখ্য, ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই নির্বাচিত হয়ে বর্তমানে রাজ্যের পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সুধাংশু দাস। সেই কারণে মন্ত্রীর নিজ নির্বাচনী এলাকায় পথ কুকুরের এমন তাণ্ডব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। স্থানীয়দের মতে, সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকদের গাফিলতির কারণেই সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। এলাকাবাসীর দাবি, মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে অবিলম্বে পথ কুকুর নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অভিযান চালাতে হবে। পাশাপাশি কুকুরগুলির মালিকানা চিহ্নিত করা, টিকাকরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তারা। সমস্যা দ্রুত সমাধান না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।--- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার জন্য আপনিও প্রতিবেদন কিংবা মতামত পাঠাতে পারেন। লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোড ওয়ার্ড ফরমেটে এই হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে- 9436587662

কালের আলো
কলকাতা
KALER ALO
PRGI No. TRBEN/25/A0016
Tuesday,
16 June, 2026
মঙ্গলবার,
১ আষাঢ়, ১৪৩৩

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৫ জুন : পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজ্যব্যাপী তিন দিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবিরের সূচনা হল সোমবার। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রেয়াপাড়া থেকে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি সরকারি প্রকল্প, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৫, ১৬ এবং ১৭ জুন রাজ্যজুড়ে প্রায় ১১০০টি স্থানে এই জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরগুলির মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ৫৪টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র আওতায় উপভোক্তাদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে। সোমবার সকাল পর্যন্ত ৭৯ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সহায়তা রাশি পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, আগামী দিনে সমস্ত যোগ্য উপভোক্তার কাছে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে।

কর্মসংস্থানের বিষয়ে বড় বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, সুপারিশ বা উত্তরপত্রে কারচুপির মতো কোনও ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিটের কার্বন কপি বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সুবিধা দেওয়া হবে। পাশাপাশি ইন্টারভিউ বা মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের গুরুত্ব হ্রাস করা এবং মূল্যায়নে শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর যুক্ত করার কথাও বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, নিয়ম অনুযায়ী তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি), অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি), দিব্যাঙ্গ এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর (ইডব্লুএস) শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা হবে।

তিনি জানান, এই জনকল্যাণ শিবিরগুলিতে অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, জমির পাট্টার আবেদন, ল্যান্ড রেকর্ড সংশোধন, মিউটেশন, নাগরিকত্বের আবেদন, কৃষি পরিকাঠামো তহবিল এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মতো পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হবে। যোগ্য ব্যক্তিরা এই সমস্ত প্রকল্পে নাম নথিভুক্তও করতে পারবেন।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্র প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে 'আয়ুষ্মান মন্দির' স্থাপন করা হচ্ছে এবং আগামী জুলাই মাস থেকে মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত কার্ডও প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে যোগ্য পরিবারগুলি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন।

পূর্বতন সরকারের নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি এবং প্রকল্পের সুবিধা বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন, আগে বহু অযোগ্য মানুষকে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সরকার এটা সুনিশ্চিত করতে চায় যেন সরকারি অর্থ কেবল প্রকৃত ও যোগ্য উপভোক্তাদের কাছেই পৌঁছায়।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিতরা এবার এই শিবিরের মাধ্যমে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। সমীক্ষার পরেও যদি কেউ নিজেকে বঞ্চিত মনে করেন, তবে তিনি সরকারের টোল-ফ্রি নম্বরে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

নন্দীগ্রামের উন্নয়নের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এলাকায় রেল পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া প্রায় শেষ এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নন্দীগ্রামের মানুষ রেল যোগাযোগের সুবিধা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি হলদিয়া-নন্দীগ্রাম সেতু প্রকল্পকেও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সুশাসনের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নকে নতুন গতি দেওয়া হবে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে এই জনকল্যাণ শিবিরের সর্বাধিক সুবিধা নেওয়ার এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।প্রসঙ্গত, তীব্র রোদ-গরম উপেক্ষা করেই এদিন থেকে শুরু হওয়া 'জনকল্যাণ শিবিরে' ভিড় জমিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ।

■ দুই দেশের সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্লোভাকিয়ায় পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান এবার কলকাতায়, নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান এবার হবে কলকাতায়, সেখান থেকে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বছরের যোগ দিবসের ভাবনা - সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগব্যায়াম। কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব সোমবার জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল জাতীয় অনুষ্ঠানটি ২১ জুন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই উদযাপনের নেতৃত্ব দেবেন।

নতুন দিল্লিতে ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রাক-প্রস্তুতিমূলক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী উল্লেখ করেন, এবারের প্রতিপাদ্য হলো 'সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগব্যায়াম', যা আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান একটি চ্যালেঞ্জকে তুলে ধরে। মন্ত্রী যাদব আরও বলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সুস্থ, কর্মক্ষম, স্বনির্ভর ও মানসিকভাবে দৃঢ় জীবনযাপনে সহায়তা করার ক্ষেত্রে যোগব্যায়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ২০১৪ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারতের প্রস্তাব অনুমোদনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে যোগব্যায়াম একটি বিশ্বব্যাপী গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যোগব্যায়ামকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া, মন্ত্রী যাদব উল্লেখ করেন, এবারের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস বিশ্বজুড়ে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে। তিনি জানান, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস-এর সমন্বয়ে বিদেশের ২১০টিরও বেশি ভারতীয় মিশন বিশ্বের প্রায় ২,৫০০টি স্থানে যোগ দিবস কর্মসূচির আয়োজন করছে; এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, যোগব্যায়াম ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গণ্ডি পেরিয়ে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার লক্ষ্যে একটি যৌথ বিশ্ব-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

মন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন, মূল উদযাপনের প্রাক্কালে গতকাল একটি বিশেষ যোগব্যায়াম কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে ৪ লক্ষেরও বেশি মানুষ সরাসরি যোগব্যায়াম সেশনে অংশ নিয়ে একটি নতুন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়েছেন। যাদব জানান, সংস্কৃতি মন্ত্রক সারা দেশের ১০০টি আইকনিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থানে ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। তিনি যোগ করেন, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ এবং যোগব্যায়ামের পরম্পরাকে সংযুক্ত করা, যাতে এই উদযাপনটি একটি দেশব্যাপী উৎসবের রূপ পায়।

ফিরতে পারে অত্যাধুনিক দ্রুতগামী ট্রাম

কলকাতা, ১৫ জুন :কলকাতার ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ট্রামকে নতুন রূপে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে শহরের রাস্তায় দ্রুতগামী ট্রাম চালুর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং।সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "ট্রাম কলকাতার ঐতিহ্য। আমরা চাই ট্রাম চলুক। সেই জন্য সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দ্রুতগামী ট্রাম চালুর বিষয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই পরিষেবা চালু হলে শহরের যানজটও অনেকটাই কমবে।"ট্রামের পাশাপাশি সরকারি বাস পরিষেবা সম্প্রসারণের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। মন্ত্রীর বক্তব্য, ঘোষপাড়া রোডের পাশাপাশি কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সোদপুর মুড়াগাছা থেকে কল্যাণী এইমস পর্যন্ত নতুন সরকারি বাস পরিষেবা চালু হবে। এছাড়া কাঁচরাপাড়া-ব্যারাকপুর কোর্ট এবং ব্যারাকপুর কোর্ট-এসপ্ল্যানেড রুটেও সরকারি বাস চলবে। পুনরায় চালু করা হবে কাঁচরাপাড়া- ব্যারাকপুর ৮৫ নম্বর বাস রুট।এদিন ব্যারাকপুরের নোনা চন্দনপুকুর এলাকায় পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রীর কার্যালয়েরও উদ্বোধন হয়।

ছ'মাসের মধ্যে নির্বাচিত বোর্ডের হাতে কলকাতা পুরসভার দায়িত্বভার

কলকাতা, ১৫ জুন : আগামী ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন হওয়ার ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ছ'মাসের মধ্যে নির্বাচিত বোর্ডের হাতে কলকাতা পুরসভার দায়িত্বভার তুলে দেওয়ার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার পুরসভায় কলকাতা অঞ্চলের সাংসদ, বিধায়ক ও বিদায়ী কাউন্সিলার এবং পুরসভার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে করেন তিনি। পুরসভার এলাকা পুনর্বিন্যাসের পরেই এই নির্বাচন সংগঠিত হবে বলে এ দিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই মুহূর্তে পুরসভার দায়িত্বে কেন প্রশাসককে বসানো হয়েছে, সোমবার তার ব্যাখ্যাও দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেখানে যেখানে প্রশাসক রয়েছেন, সেখানে দ্রুত নির্বাচন করানোটাই আমাদের নীতি। পাশাপাশি এ দিন কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ডের পুনর্বিন্যাসের প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছুদিন আগেই পদত্যাগ করেছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার মেয়াদ রয়েছে। তবে মেয়র ইস্তফা দেওয়ার কারণে পুর বোর্ড ভেঙে গিয়েছে। সেই কারণে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর পুরসভার কমিশনার স্মিতা পান্ডেকে পুরসভার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেছে।

এ দিন কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ডের পুনর্বিন্যাসের প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি নিজে ভবানীপুর বিধানসভার বিধায়ক। এখনকার কোনও ওয়ার্ডে ১০ হাজার মানুষ। আবার কোথাও ৪০-৫০ হাজার মানুষ। এ দিন তিনি শহরের ৭৭, ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রসঙ্গ তোলেন। রাজ্য সরকারের সুপারিশে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কাজ দ্রুত শুরু করবে বলেও এ দিন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ভারতের মহাকাশ সেক্টর এখন অভূতপূর্ব গতিতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

ব্রাতিস্লাভা, ১৫ জুন : স্লোভাকিয়ায় ভারতের মহাকাশ সেক্টরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'ভারতের মহাকাশ সেক্টর এখন অভূতপূর্ব গতিতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ও ব্রাতিস্লাভায় স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। পরে ভারত ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, '২০১৭ সালে ভারত স্লোভাকিয়ার প্রথম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করেছিল। বর্তমানে ভারতের মহাকাশ সেক্টর অভূতপূর্ব গতিতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে। আমি স্লোভাকিয়ার কোম্পানিগুলোকে উন্নয়নের এই যাত্রায় শামিল হওয়ার আহ্বান জানাই।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা আমাদের গভীর পারস্পরিক আস্থা ও কৌশলগত অভিন্ন অবস্থানেরই প্রমাণ। আমি আনন্দিত যে, আজ আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ কষ্টের একটি 'লেটার অফ ইনটেন্ট' (আগ্রহপত্র) স্বাক্ষর করেছি। এটি যৌথ উদ্ভয়ন, যৌথ উৎপাদন এবং প্রতিরক্ষা শিল্পগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চার করবে।' ভারত ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরে মোদী বলেন, 'উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান গভীর সাংস্কৃতিক ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক আমাদের সম্পর্কের এক শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছে। ভারতের প্রাচীন উপনিষদগুলোর স্লোভাক ভাষায় অনুবাদ আমাদের সাংস্কৃতিক নৈকট্যের একটি চমৎকার উদাহরণ। স্লোভাকিয়ায় বসবাসরত ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা স্থানীয় অর্থনীতি ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, 'ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে স্লোভাকিয়ার সমর্থনের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই চুক্তিটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করব, যাতে উভয় দেশের শিল্পক্ষেত্র, স্টার্টআপ এবং ব্যবসায়ীরা এর থেকে সর্বাধিক সুফল পেতে পারেন।

'চাপের কাছে আত্মসমর্পণ নয়'

১১ ঘন্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর ইডিকে নিশানা অভিষেকের

কলকাতা, ১৬ জুন : প্রায় ১১ ঘণ্টার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দফতর থেকে বেরিয়ে কেন্দ্রের তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গকে "বিরোধীশূন্য" করার চেষ্টা চলছে। তবে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, জনগণের স্বার্থে লড়াই করা রাজনৈতিক কর্মীরা কোনও চাপের কাছে মাথা নত করবেন না।

সোমবার রাতে ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, "আমি অতীতেও বহুবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সামনে হাজির হয়েছি। আমাকে দু'বার দিল্লিতেও তলব করা হয়েছিল এবং দু'বারই আমি উপস্থিত হয়েছি। সব মিলিয়ে ১০ থেকে ১২ বার বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার সামনে হাজিরা দিয়েছি।"

তিনি জানান, এদিনের দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের সময় তদন্তকারীদের করা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলেও আশ্বাস দেন। তাঁর কথায়, "যখনই ডাক পড়বে, আমি হাজির হব এবং তদন্তে সহযোগিতা করব।"

তদন্তের নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও বিজেপির বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে তোপ দাগেন তিনি। অভিষেক বলেন, "বিজেপি সম্পর্কে যত কম বলা যায়, ততই ভালো।" তবে তাঁর অভিযোগ, গত এক মাস ধরে বিরোধী শক্তিকে ভয় দেখানো, দমন করা এবং সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করার একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

অভিষেকের দাবি, প্রশাসনিক ও আইনি প্রক্রিয়ার আড়ালে বহু যোগ্য ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, চাপ সৃষ্টি করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের গণনা এজেন্টদের গণনাকেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে। নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "যে সহিংসতা হয়েছে, তা গোটা দেশ দেখেছে। মানুষ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছে।"

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আরও অভিযোগ করেন, বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক চাপ এবং দলভাঙানোর কৌশলের মাধ্যমে বিরোধী শিবিরকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। সাংসদ, বিধায়ক এবং নেতাদের দলত্যাগে প্ররোচিত করে রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। তবে এই সমস্ত প্রচেষ্টা সফল হবে না বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। *সাতের পাতায় দেখুন*

■ নন্দীগ্রামের রিয়াপাড়ায় জনকল্যাণ শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

দশদিগন্ত

■ জিরানীয়ায় জনকল্যাণ শিবিরে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দিয়েছেন।

বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর সড়ক অবরোধ, আশ্বাসে প্রত্যাহার

কালের আলো প্রতিনিধি, করবুক, ১৫ জুন।। টানা তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগের শিকার হন পূর্ব মানিক্য দেওয়ান এডিসি ভিলেজের বাসিন্দারা। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার মানুষ সোমবার দুপুরে করবুক-যতনবাড়ি সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী চলা এই অবরোধে এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় এবং সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজট। জানা গেছে, বৈরাগীর দোকান সংলগ্ন মন্ত্রী দাসপাড়া এলাকায় সোমবার দুপুর প্রায় ৩টা নাগাদ শতাধিক এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে সড়ক অবরোধে সামিল হন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত তিন দিন ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। এর ফলে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে, মোবাইল ফোন চার্জ দেওয়া থেকে শুরু করে নিত্যদিনের গৃহস্থালির কাজকর্ম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও দ্রুত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। দীর্ঘ অপেক্ষার পরও পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

সড়ক অবরোধের ফলে করবুক-যতনবাড়ি সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তার দুই পাশে যাত্রীবাহী গাড়ি, পণ্যবাহী যান এবং অন্যান্য যানবাহনের দীর্ঘ সারি দেখা যায়। এতে যাত্রীদেরও ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে যতনবাড়ি বিদ্যুৎ অফিসের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি দ্রুত সমস্যার সমাধান করে পরিষেবা স্বাভাবিক করার আশ্বাস দেন। প্রশাসনের প্রতিনিধিরাও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

বিদ্যুৎ দপ্তরের আশ্বাসের পর এলাকাবাসীরা অবরোধ প্রত্যাহারে সম্মত হন। বিকেল প্রায় ৪টা ৩০ মিনিট নাগাদ সড়ক অবরোধ তুলে নেওয়া হয় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এরপর ধীরে ধীরে আটকে পড়া যানবাহনগুলো গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

তবে এলাকাবাসীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধার না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তারা। তাদের দাবি, গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে বারবার এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তাই স্থায়ী সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে তারা মনে করছেন।

পিজিপি কলোনিতে কংগ্রেসে যোগদান ৮৫ ভোটারের, শক্তিশালী হল সাংগঠনিক ভিত্তি

কালের আলো প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ জুন।। ঊনকোটি জেলার ঊনকোটি এডিসি ভিলেজের নুনছড়া এলাকার পিজিপি কলোনিতে সোমবার অনুষ্ঠিত এক যোগদান সভাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এদিন সিপিআই(এম), বিজেপি এবং তিপ্রা মথা দল ছেড়ে মোট ৪৫টি পরিবারের ৮৫ জন ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, এই যোগদানের ফলে এলাকায় দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়েছে এবং আগামী ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

পিজিপি কলোনি দুই নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহরের বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা সুশান্ত চক্রবর্তী, তিলকুমার দারলংসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্থানীয় নেতা ভৈরব সিং রিয়াং এলাকার দীর্ঘদিনের অবহেলা ও অনুন্নয়নের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বছরের পর বছর ধরে এলাকার মানুষ উন্নয়নের আশায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করলেও বাস্তবে রাস্তা, পানীয় জল এবং অন্যান্য মৌলিক পরিকাঠামোগত সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। বিশেষ করে পিজিপি কলোনিতে প্রবেশের একমাত্র রাস্তার বেহাল দশার কারণে স্থানীয় কৃষক ও বনজ পণ্য সংগ্রহকারীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিয়ে যেতে গিয়ে তাদের অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে বলেন, এলাকাবাসীর সমস্যার কথা জানতে পেরে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাস্তার উপর ইট ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে কিছুটা হলেও সুবিধা হয়। পাশাপাশি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার একটি রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করানো হয়েছে। তিনি জানান, খুব শীঘ্রই ওই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, মানুষের সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসের আন্তরিক উদ্যোগের ফলেই সাধারণ মানুষ দলের প্রতি আস্থা প্রকাশ করছেন।

কৈলাসহরের বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা বলেন, এডিসি নির্বাচনের সময় এলাকাবাসীর কাছ থেকে রাস্তা ও পানীয় জলের সমস্যার কথা জানতে পেরেছিলেন। সেই সময় তিনি সমস্যাগুলির সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। বর্তমানে রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, উন্নয়ন ও জনস্বার্থের বিষয়গুলিকে সামনে রেখেই কংগ্রেস কাজ করে চলেছে এবং সেই কারণেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা কংগ্রেসে যোগদান করছেন।

তিনি আরও দাবি করেন, এদিনের যোগদানের ফলে পিজিপি কলোনি এবং সংলগ্ন এলাকায় কংগ্রেসের জনসমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে এলাকার উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

সভার শেষে ভৈরব সিং রিয়াংয়ের নেতৃত্বে ৪৫ পরিবারের ৮৫ জন ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন। নবাগতদের ফুল ও দলীয় পতাকা দিয়ে স্বাগত জানান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। যোগদানকারী পরিবারগুলির সদস্যরা এলাকার উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মৌলিক পরিষেবার দাবিতে কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কংগ্রেস নেতৃত্বের মতে, এই ব্যাপক যোগদান শুধু দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং আগামী ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণেও নতুন মাত্রা যোগ করবে।

রাস্তা ও পানীয় জলের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন এলাকাবাসী

কালের আলো প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি ১৫ জুন।। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জোলাইবাড়ী কেন্দ্র থেকে বিজেপি-আইপিএফটি জোটের প্রার্থী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়াকে বিপুল সমর্থন দিয়ে জয়ী করেছিলেন এলাকার ভোটাররা। নির্বাচনে জয়লাভের পর তাঁকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়। সেই সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে আশা ছিল, মন্ত্রীর নেতৃত্বে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হবে। তবে বর্তমানে এলাকার একাংশের মানুষের অভিযোগ, প্রচারের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির বিস্তর ফারাক রয়েছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ছবি ও তথ্য তুলে ধরা হলেও জোলাইবাড়ীর বহু এলাকায় এখনও মৌলিক পরিকাঠামোগত সমস্যার সমাধান হয়নি। বিশেষ করে পশ্চিম জোলাইবাড়ী পশুখামার এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন বলে অভিযোগ করেছেন।

এলাকাবাসীরা জানান, কয়েক বছর আগে বন্যার জলে এলাকার প্রধান যোগাযোগ সড়ক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও রাস্তার সংস্কারের কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে বর্ষাকালে চলাচল করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, রোগী ও বয়স্কদের দুর্ভোগ সবচেয়ে বেশি বলে দাবি স্থানীয়দের।

পানীয় জলের সমস্যাও দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় বহু পরিবারকে দূর-দূরান্ত থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার অবহিত করা হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে, জোলাইবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে নতুন গ্যালারি নির্মাণের নামে পুরনো কাঠামো সংস্কার করে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ব্যয়ের অভিযোগও উঠেছে। যদিও এ বিষয়ে প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এলাকার রাজনৈতিক মহলেও নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এডিসি নির্বাচনের ফলাফল নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন একাংশের মানুষ। তাদের দাবি, জোলাইবাড়ী বিধানসভা এলাকায় আইপিএফটির পৃথক প্রার্থী দেওয়ার ফলে ভোট বিভাজন হয়েছে এবং তার সুযোগ নিয়ে তিপ্রামথা প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। অনেকের মতে, জোটগত সমন্বয় বজায় থাকলে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী বিজয়ী হতে পারতেন।

এসব ঘটনার প্রেক্ষাপটে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। তাদের অভিযোগ, এলাকার বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব রয়েছে।

অবশেষে পশ্চিম জোলাইবাড়ী এলাকার বাসিন্দারা সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারা দ্রুত রাস্তা সংস্কার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এখন দেখার বিষয়, স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের এই দাবিগুলির প্রতি প্রশাসন কতটা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা নিয়েছেন সারা দেশে ৩ কোটি লাখপতি দিদি তৈরী করবেন ঃ অর্থমন্ত্রী

কালের আলো প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলা। তিনি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস এর মাধ্যমে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার কাজ করছেন। আজ মাতাবাড়ির কল্যাণসাগড় দিঘীর পাড়ে ধন্যমাণিক্য মুক্তমঞ্চে এবং তেপানিয়া ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সুচিন্তিত পরিকল্পনায় দেশের কোটি কোটি মানুষ বাসস্থান পেয়েছেন। প্রায় ৮০ কোটি মানুষ রেশনে ৫ কেজি করে চাল বিনামূল্যে পাচ্ছেন। বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ, বিদ্যুৎ এর সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা নিয়েছেন সারা দেশে ৩ কোটি লাখপতি দিদি তৈরী করবেন। সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে প্রায় ৫৬ হাজার স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে প্রায় ৫ লক্ষ মহিলার রোজগারের পথ তৈরী হয়েছে। ইতিমধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার লাখপতি দিদি হয়েছেন। তিনি বলেন, ৩ দিনব্যাপী শিবিরে বিভিন্ন সরকারি স্টলের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হবে। বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য অর্থমন্ত্রী সবার প্রতি আহ্বান জানান। আজ থেকে তিনদিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবির তেপানিয়া ব্লক, কাকড়াবন ব্লক, কিল্লা ব্লক এবং মাতারবাড়ি ব্লকে শুরু হয়েছে। উদয়পুর পুর পরিষদও জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করেছে। ধন্যমাণিক্য মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আগে ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ৫ জন মৎস্যচাষিকে কনিজাল দেওয়া হয়। ৪ জনকে আইস বক্স দেওয়া হয়। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের পোষাক বিতরণ করা হয়। শিবিরগুলিতে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, সহ সভাধিপতি সুজন কুমার সেন, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারপার্সন এবং পদস্থ আধিকারিকগণ।

আত্মনির্ভর ও উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে ঃ পর্যটন মন্ত্রী

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে ভারত আজ উন্নয়নের এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আজ রাণীরবাজার পুর পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, মহিলা স্বশক্তিকরণ, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সড়ক, রেল যোগাযোগ, বিমান পরিষেবা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। দেশের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে গৃহীত নানা জনমুখী কর্মসূচি ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল আজ সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। আত্মনির্ভর ও উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

অনুষ্ঠানে রাণীরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস বলেন, এখন পর্যন্ত রাণীবাজার পুর পরিষদ এলাকায় ১৮৪ টি স্বসহায়ক দলকে ১০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার উপরে ঋণ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ১কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার উপরে স্ট্রিট ভেন্ডারদের পিএম স্বনিধি প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ২১১০ পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পাকা ঘর নির্মাণ করার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রাণীপালনে ৮০০ পরিবারকে এবং মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে ২৭১টি পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের উপ কার্যনির্বাহী আধিকারিক পূজায়ীতা সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে পুর পরিষদ এলাকার ১০টি স্বসহায়ক দলকে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এবং ১০ জন স্ট্রিট ভেন্ডারকে ১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার ঋণ মঞ্জুরীপত্র তুলে দেওয়া হয়। তাছাড়া অনুষ্ঠানে ৭৪ জন সাফাই কর্মীকে সুরক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় ২ জন বালিকাকে ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তা করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনায় ১ জনকে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী ইনটেকচুয়্যাল ডিজএবিলিটি পেনশন প্রকল্পে ৭ জনকে সহায়তা দেওয়া হয়। উপস্থিত অতিথিগণ সুবিধাভোগীদের হাতে এই সহায়তা তুলে দেন।

প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনায় দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে ঃ মৎস্যমন্ত্রী

কালের আলো প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ জুন।। জনকল্যাণ শিবিরের মূল লক্ষ্য সমাজের অন্তিম পর্যায়ের মানুষের কাছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী পরিষেবার সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করাও এই শিবিরের উদ্দেশ্য। আজ চন্ডিপুর ব্লক কার্যালয়ে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

মৎস্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে এখনও অনেকেই সম্পূর্ণভাবে অবগত হতে পারেননি। তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জল জীবন মিশনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধ পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রায় ৮৮ শতাংশ পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে গৃহহীনদের ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। *সাতের পাতায় দেখুন*

রাজ্যের তরুণ প্রতিভাদের জন্য নতুন মঞ্চ শুরু হতে চলেছে 'সাউথ ত্রিপুরা আইডল'

কালের আলো প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে এবং রাজ্যের তরুণ সঙ্গীত প্রতিভাদের সামনে নিয়ে আসার লক্ষ্যে শান্তিরবাজারে শুরু হতে চলেছে বহুল প্রতীক্ষিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা 'সাউথ ত্রিপুরা আইডল'। বিবর্তন সোসিও কালচারাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই ব্যতিক্রমী প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই জেলার যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

আয়োজকদের মতে, এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একজন সেরা গায়ক বা গায়িকাকে নির্বাচন করা নয়, বরং দক্ষিণ ত্রিপুরাসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা প্রতিভাবান শিল্পীদের জন্য একটি সুসংগঠিত ও মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চ তৈরি করা। "তোমার কণ্ঠ, তোমার স্বপ্ন, তোমার মঞ্চশান্তিরবাজার থেকে সারা রাজ্যে" এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়েছে।

এই উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছেন বিবর্তন সোসিও কালচারাল অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট সুজয়, কালচারাল কনভেনার দীপরাজ, সংগঠনের উপদেষ্টা সুরজিৎ সরকার এবং এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সুমন দেবনাথ। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দক্ষিণ জেলার সাংস্কৃতিক পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে শিল্প ও সংস্কৃতিমুখী কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতাটি ১২ থেকে ২৪ বছর বয়সী প্রতিযোগীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়নের জন্য থাকছে অভিজ্ঞ ও যোগ্য বিচারকমণ্ডলী। পাশাপাশি বিজয়ীদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং পেশাদার মিডিয়া কভারেজেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আয়োজক কমিটির সদস্য আয় চোকরা জানান, জুন মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। ফলে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের সঙ্গীত প্রতিভা তুলে ধরার পাশাপাশি বৃহত্তর পরিসরে পরিচিতি লাভের সুযোগ পাবেন। আয়োজকদের বক্তব্য, দক্ষিণ ত্রিপুরার মাটি বরাবরই বহু গুণী শিল্পীর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ ও উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মের অভাবে অনেক প্রতিভা জনসমক্ষে আসতে পারেন না। 'সাউথ ত্রিপুরা আইডল' সেইসব লুকিয়ে থাকা প্রতিভাদের খুঁজে বের করে রাজ্যের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করার একটি আন্তরিক প্রয়াস।

ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে *সাতের পাতায় দেখুন*

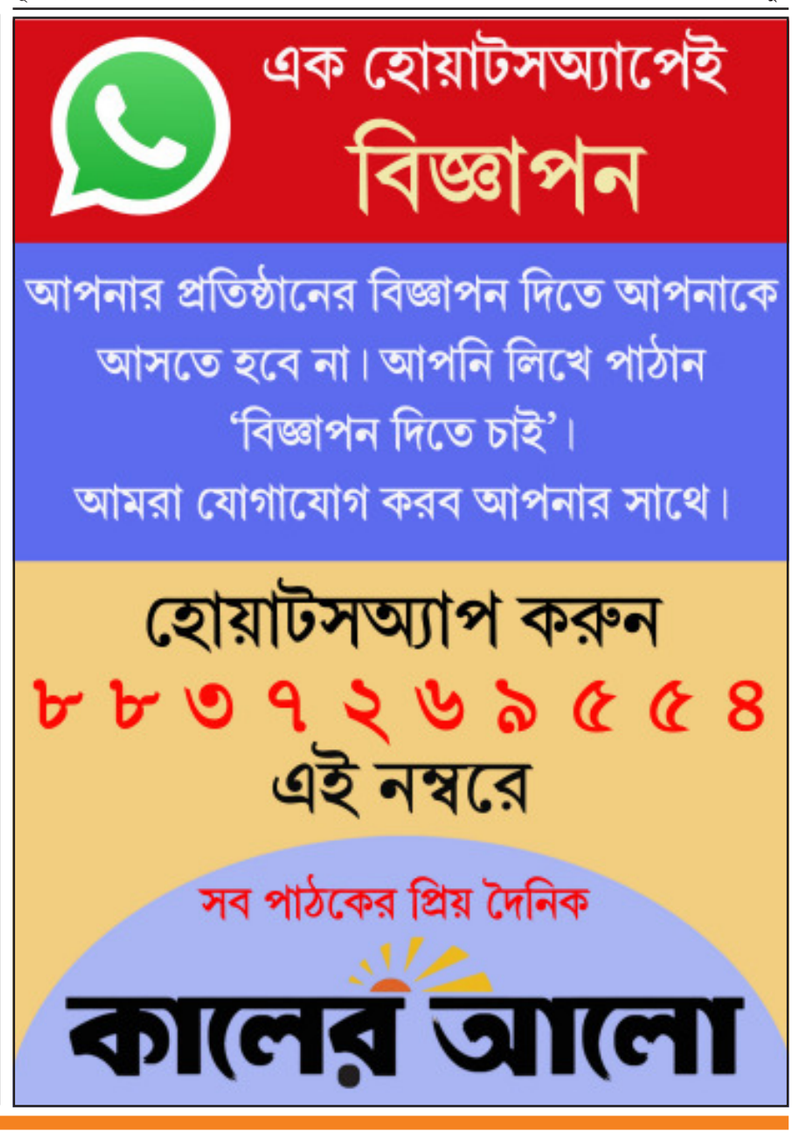

পার্বতী ত্রিপুরা

■ টাস্ক মনিটরিং সিস্টেম এর বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা সহ বিভিন্ন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

মোদী সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তেলিয়ামুড়ায় জনকল্যাণমূলক শিবির

কালের আলো প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তেলিয়ামুড়ায় সোমবার একাধিক জনকল্যাণমূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লক এবং তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই শিবিরগুলিতে অংশ নিয়ে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন, জনগণের আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'বিকশিত ভারত' গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। শুধু দেশের উন্নয়ন নয়, আজ ভারত গোটা বিশ্বের কাছেও পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলেও তিনি দাবি করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনকল্যাণমুখী সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে সোমবার তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের উদ্যোগে একটি জনকল্যাণমূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধরসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কল্যাণী সাহা রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের গত ১২ বছরের সাফল্য ও জনমুখী কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, "মানুষের আশীর্বাদ ও আস্থা ছাড়া পরপর তিনবার নির্বাচনে জয়লাভ সম্ভব নয়। দেশের কোটি কোটি মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের উপর বিশ্বাস রেখেছেন বলেই তিনি আজও দেশের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছেন।"

তিনি আরও বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত ও আত্মনির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তাঁর কথায়, "ভারত আজ শুধু সম্ভাবনার দেশ নয়, বিশ্বের নানা সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মর্য্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।"

অন্যদিকে, একই দিনে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের উদ্যোগে টাউন হল প্রাঙ্গণেও একটি জনকল্যাণমূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই কর্মসূচিতেও উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, ভাইস-চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, টিটিডিসি-র চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

দুই শিবিরেই বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা, অভিযোগ ও সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলির সমাধানে সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা, আবেদন পদ্ধতি এবং নাগরিক পরিষেবা সম্পর্কে উপস্থিত মানুষকে সচেতন করা হয়।

শিবিরে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের দাবি, সরকারের জনমুখী প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন ও উপকৃত করতেই এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

কাদা ছোড়াকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, গৃহবধূ সহ একই পরিবারের তিনজন গুরুতর আহত

কালের আলো প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৫ জুন।। পুকুরে স্নান করার সময় কাদা ছোড়াছুড়িকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য দিবালোকে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বক্সনগরের মেলাঘর ইন্দিরা নগর ৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। ঘটনায় এক গৃহবধূ, তাঁর স্বামী এবং শ্বশুর গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মেলাঘর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার এলাকার একটি পুকুরে কয়েকজন নাবালক ছেলে স্নান করতে নেমে নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি করছিল। সেই সময় একই এলাকার বাসিন্দা হাসিনা আক্তার পুকুরে স্নান করতে গেলে ছেলেদের ছোড়া কাদা তাঁর শরীর ও কানে এসে লাগে। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওই আচরণের প্রতিবাদ জানান এবং পুকুরে এ ধরনের অভদ্র আচরণ না করার জন্য সতর্ক করেন।

অভিযোগ, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এলাকার আশাবুল, ইউসুফ মিয়া, আরিফ হোসেন এবং বিলাল মিয়া নামে চার যুবক হাসিনা আক্তারের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তারা তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে এবং শারীরিকভাবে হেনস্তা ও মারধর শুরু করে।

স্ত্রীর উপর হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হাসিনা আক্তারের স্বামী আক্তার হোসেন এবং তাঁর বৃদ্ধ পিতা মফিজ মিয়া। তাঁরা হামলাকারীদের হাত থেকে হাসিনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করলে অভিযুক্তরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অভিযোগ, লাঠিসোঁটা নিয়ে তিনজনের উপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। এতে হাসিনা আক্তার, আক্তার হোসেন এবং মফিজ মিয়া গুরুতরভাবে আহত হন। হামলার সময় তাঁদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লাগে এবং রক্তাক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ঘটনার সময় আহতদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে এলে অভিযুক্তরা দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে মেলাঘর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত তিনজনের চিকিৎসা চলছে এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থার উপর চিকিৎসকরা নজর রাখছেন।

সামান্য কাদা ছোড়াকে কেন্দ্র করে একই পরিবারের তিন সদস্যকে প্রকাশ্যে মারধরের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

ঘটনার জেরে ইন্দিরা নগর ৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে, ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে স্থানীয়দের দাবি, পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। পুলিশি তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার মানুষ।

ভালুকের হামলায় জখম রাকেশ, জিবিপি-তে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন প্রতিমা ভৌমিক

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলারসিমনা বিধানসভা এলাকার শরৎচন্দ্র চৌধুরীপাড়ায় ভালুকের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করে মানবিক উদ্যোগের নজির স্থাপন করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। আহত ব্যক্তির নাম রাকেশ খোরাং। বর্তমানে তিনি আগরতলায় গোবিন্দ বল্লভ পন্ত (জিবিপি) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে, সম্প্রতি সিমনা বিধানসভার শরৎচন্দ্র চৌধুরীপাড়ায় ভালুকের আক্রমণের শিকার হন রাকেশ খোরাং। হামলায় তাঁর পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়ায় তিনি উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। বিষয়টি জানতে পেরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক নিজেই আহত ব্যক্তির বাড়িতে যান এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। পরে তাঁকে দ্রুত আগরতলায় জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমা ভৌমিক জানান, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সিমনা বিধানসভা এলাকায় বন্যপ্রাণীর, বিশেষ করে ভালুকের আক্রমণের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একাধিক মানুষ আক্রান্ত হওয়ায় এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং সন্ধ্যার পর অনেকেই বাড়ির বাইরে বের হতে সাহস পাচ্ছেন না।

তিনি বলেন, "রাকেশ খোরাং অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সদস্য। ভালুকের আক্রমণে তাঁর পায়ে গুরুতর চোট লাগে। অর্থের অভাবে তিনি সঠিক চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না। খবর পেয়ে আমি তাঁর বাড়িতে যাই এবং চিকিৎসার জন্য তাঁকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসি।"

প্রতিমা ভৌমিক আরও জানান, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি রাজ্যের বন দফতরের মন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বনমন্ত্রী আহত ব্যক্তির বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছেন বলে তিনি জানান। একই সঙ্গে তিনি বন দফতর ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে বন্যপ্রাণীর আক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। তাঁর মতে, বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো, সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো যায়।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে সিমনা ও আশপাশের বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় বন্যপ্রাণীর লোকালয়ে প্রবেশের ঘটনা বেড়েছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ ও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন এলাকার মানুষ।

বক্সনগরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জনদুর্ভোগ, কন্ট্রোল রুমের কর্মীর বিরুদ্ধে ঘুমিয়ে থাকার অভিযোগ

কালের আলো প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৫ জুন।। তীব্র দাবদাহের মধ্যে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাটে চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বক্সনগর ব্লকের আশাবাড়ি সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বক্সনগর বিদ্যুৎ অফিসের এক কর্মীর বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা ও ডিউটিরত অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে হঠাৎ করেই আশাবাড়ি গ্রামসহ সংলগ্ন দুই-তিনটি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। রাত ১২টার পর শুরু হওয়া এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে ভ্যাপসা গরম ও মশার উপদ্রবে হাজার হাজার মানুষ দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন। শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের কষ্ট আরও বেড়ে যায়।

অভিযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর লাইনের ত্রুটি শনাক্ত করতে মাঠপর্যায়ে কর্মরত লাইন স্টাফরা বক্সনগর বিদ্যুৎ অফিসের কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু কন্ট্রোল রুম থেকে কোনো সাড়া মেলেনি। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই সময় কন্ট্রোল রুমে দায়িত্বে ছিলেন সাগর রায় নামে এক কর্মচারী।

স্থানীয়দের দাবি, অফিসের ল্যান্ডলাইন নম্বর এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে বারবার ফোন করা হলেও তিনি কোনো কল রিসিভ করেননি। অভিযোগকারীদের মতে, রাত ১২টা থেকে ভোর সাড়ে ৬টা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা ধরে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রকৃত কারণ নির্ণয় এবং দ্রুত মেরামতির কাজ ব্যাহত হয়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, কন্ট্রোল রুমের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দায়িত্বে থাকা কর্মীর এমন আচরণ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কন্ট্রোল রুমকে কেন্দ্রীয় ও সংবেদনশীল ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করাই এর প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবে সেই দায়িত্ব পালনে চরম গাফিলতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা আরও জানান, বক্সনগর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই ঘন ঘন লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। বহুবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।

ঘটনার পর আশাবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, দায়িত্বে অবহেলার কারণে হাজার হাজার মানুষকে অকারণে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সে জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তবে এ বিষয়ে বক্সনগর বিদ্যুৎ অফিসের কোনো দায়িত্বশীল আধিকারিকের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এখন দেখার বিষয়, বিদ্যুৎ দপ্তর ঘটনাটিকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় কি না।

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে ধর্মনগরে সিআইটিইউ-এর বিক্ষোভ ও গণডেপুটেশন

কালের আলো প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জুন।। পশ্চিমবঙ্গের শিয়ালদহ, দমদম, যাদবপুর-সহ বিভিন্ন রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ, পুলিশি নির্যাতন এবং গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সোমবার দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ধর্মনগরে বিক্ষোভ ও গণডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল সিআইটিইউ। সংগঠনের উদ্যোগে ধর্মনগর রেল স্টেশন ম্যানেজারের নিকট একটি প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি প্রদান করে হকারদের পুনর্বাসনের দাবি জানায়।

সোমবার দুপুরে সিআইটিইউ-এর ধর্মনগর মহকুমা কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে ধর্মনগর রেল স্টেশন প্রাঙ্গণে পৌঁছায়। সেখানে কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং হকারদের জীবিকা রক্ষার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। পরে সংগঠনের প্রতিনিধি দল স্টেশন ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি গণডেপুটেশন প্রদান করে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ ত্রিপুরা রাজ্য সহ-সভাপতি ও সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অমিতাভ দত্ত-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিতাভ দত্ত বলেন, হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। কিন্তু পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা না করেই তাঁদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত অমানবিক ও অন্যায্য। তিনি অভিযোগ করেন, উচ্ছেদের নামে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের উপর পুলিশি নির্যাতন চালানো হচ্ছে এবং বিনা কারণে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে জীবিকা নির্বাহের অধিকার দিয়েছে। অথচ সেই অধিকারকেই আজ পদদলিত করা হচ্ছে। হকারদের বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে উচ্ছেদ করলে হাজার হাজার পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়বে। তাই অবিলম্বে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করে হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তারা কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান, হকারদের বিরুদ্ধে দমনমূলক পদক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং তাদের জীবিকা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হকারদের ওপর চলমান উচ্ছেদ ও হয়রানির বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তাঁরা।

কর্মসূচি শেষে সিআইটিইউ নেতৃত্ব জানায়, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে সংগঠন। হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দীর্ঘদিন তালা, শিক্ষা ও পুষ্টি থেকে বঞ্চিত শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ

কালের আলো প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ জুন।। সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের সুকান্তনগর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, ড্রপগেট এলাকার শংকর মঠ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি গত চার থেকে পাঁচ মাস ধরে বন্ধ থাকায় শিক্ষা ও পুষ্টি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এলাকার বহু শিশু এবং গর্ভবতী মহিলারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শংকর মঠ আশ্রমের জমিতে পরিচালিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিতে দীর্ঘদিন ধরে তালা ঝুলছে। বর্তমানে কেন্দ্রটির কার্যক্রম প্রায় এক মাইল দূরে দুর্গম এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর নিজ বাড়ি থেকে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে সেখানে পৌঁছানো অনেক অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য এবং অন্যান্য সরকারি সুবিধা কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ।

অভিভাবকদের একাংশের দাবি, মূল সড়কের ধারে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিংবা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কোনও কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছে না। তাঁদের অভিযোগ, সামান্য সদিচ্ছা থাকলে বহু আগেই সমস্যার সমাধান করা যেত। কিন্তু প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণেই শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের ভোগান্তি ক্রমশ বাড়ছে।

এলাকার বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থাকায় শুধু শিশুদের শিক্ষাই ব্যাহত হচ্ছে না, গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি সংক্রান্ত পরিষেবা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নথিপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে অনেকেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, এলাকার কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির চাপ ও চোখরাঙানির কারণে অনেকেই ক্যামেরার সামনে এসে বক্তব্য রাখতে সাহস পাচ্ছেন না। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজার স্পষ্ট কোনও উত্তর দিতে পারেননি বলে দাবি স্থানীয়দের। একই সঙ্গে পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের স্বার্থে প্রশাসনের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল।

এদিকে, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে অভিভাবকরা রাজ্য সরকারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টি রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনের নজরে আনা হলে দ্রুত সমাধানের পথ খুলতে পারে।

স্থানীয়দের একটাই প্রশ্নদীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চললেও সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না? শিশুদের ভবিষ্যৎ ও গর্ভবতী মায়েদের স্বার্থে অবিলম্বে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

টুকিটাকি

■ ডুকলি কৃষি মহকুমার আড়ালিয়ায় 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযানে' অংশ নিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ সহ অন্যান্যরা।

মোদী সরকারের ১২ বছর পূর্তি ধর্মনগরে বিজেপির বর্ণাঢ্য কর্মসূচি

কালের আলো প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে সোমবার উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। বৃক্ষরোপণ, জনসভা এবং সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরার মাধ্যমে দিনব্যাপী আয়োজনে উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, বাগবাসার বিধায়ক যাদবলাল নাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্না নাথ, বিজেপির উত্তর জেলা সভাপতি কাজল দাস-সহ দলের একাধিক নেতা-কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দুপুর প্রায় আড়াইটায় ধর্মনগরের বটরশি এলাকায় জেলা শাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য। পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং সবুজায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে সকলকে বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আসতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, পরিবেশ রক্ষায় শুধু গাছ লাগালেই হবে না, সেগুলোর সঠিক পরিচর্যাও নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এরপর বিকেল ৩টায় ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী হলে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বৃহৎ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত এক দশকেরও বেশি সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ, জনকল্যাণ প্রকল্প, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ডিজিটাল পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে গৃহীত নানা উদ্যোগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বক্তারা দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের নতুন দিগন্তে পৌঁছেছে। গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। আগামী দিনেও উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে সরকারের অঙ্গীকারের কথাও তুলে ধরা হয়। সভায় বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জাতীয় অগ্রগতিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়। দিনব্যাপী এই কর্মসূচিকে ঘিরে ধর্মনগরে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছরের শাসনকালের সাফল্য উদযাপনের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে কর্মসূচিগুলি বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

মোদী সরকারের ১২ বছর, কদমতলায় তিনদিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবিরের সূচনা

কালের আলো প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৫ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লক কার্যালয়ে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবির। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক উৎপল দাস, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিমল পুরকায়স্থ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক, কর্মচারী এবং এলাকার জনপ্রতিনিধিরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা যাতে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ সহজেই পেতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। এক ছাদের নিচে একাধিক সরকারি পরিষেবা প্রদানের ফলে সাধারণ মানুষকে আর বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরতে হবে না, যা প্রশাসনিক পরিষেবাকে আরও সহজ ও কার্যকর করে তুলবে।

শিবিরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উদ্যোগে নাগরিকদের জন্য একাধিক পরিষেবা চালু করা হয়েছে। সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ফলে শিবিরে আগত মানুষজন স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সুবিধা সম্পর্কে সরাসরি তথ্য জানতে পারছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাধিপতি অপর্ণা নাথ জানান, তিনদিনব্যাপী এই জনকল্যাণ শিবিরে কৃষকদের জন্য সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড তৈরি, বন্দনা কার্ড, উদ্যম রেজিস্ট্রেশন, ফুড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা দেওয়া হবে। পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা এবং আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হবে।

তিনি আরও জানান, বনদপ্তরের উদ্যোগে শিবির চলাকালীন বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণে মানুষকে উৎসাহিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও এলাকার জনপ্রতিনিধিদের প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানান, সরকারি পরিষেবাকে আরও জনবান্ধব করে তুলতে এবং মানুষের সমস্যা দ্রুত সমাধানের উদ্দেশ্যে এই ধরনের জনকল্যাণ শিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আগামী তিনদিন ধরে চলা এই শিবিরে এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। জনকল্যাণমূলক পরিষেবার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারাও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, এক জায়গায় বিভিন্ন দপ্তরের পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ সাধারণ মানুষের সময় ও অর্থ সাশ্রয় করবে এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রাপ্তি আরও সহজ হবে।

যুবরাজনগরে জনকল্যাণ শিবির

কালের আলো প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সুশাসনের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে উত্তর জেলার যুবরাজনগর আর.ডি. ব্লকের উদ্যোগে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী "জনকল্যাণ শিবির"। ১৫ জুন থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত অফিস অব দ্য ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, যুবরাজনগর আর.ডি. ব্লক প্রাঙ্গণে এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও পরিষেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া, প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের সরাসরি যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি)-গুলিকে আরও শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকেও একই কর্মসূচির আওতায় জনকল্যাণ শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সোমবার আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর বিধানসভার বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। তিনি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের শুভ *সাতের পাতায় দেখুন*

বিলোনিয়ায় বিজেপির কার্যকর্তা সম্মেলনে অভিষেক, সংগঠন শক্তিশালী করার বার্তা

কালের আলো প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ জুন।। নবনির্বাচিত বিজেপি রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়ের বিলোনিয়া সফরকে ঘিরে সোমবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাজনৈতিক মহলে উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়। সফরের শুরুতেই তিনি বিলোনিয়া শহরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন যোগমায়া কালী বাড়িতে পূজা অর্চনা করে রাজ্যবাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। এরপর একাধিক দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি।

সকালে যোগমায়া কালী বাড়িতে পূজা দেওয়ার পর অভিষেক দেবরায় সরাসরি বিজেপির জেলা কার্যালয়ে যান। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে পরিচালিত 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি ফলদ গাছের চারা রোপণ করেন। পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি সকলকে বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।

পরবর্তীতে বিলোনিয়ার শচীন দেব বর্মণ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বিজেপির কার্যকর্তা সম্মেলনে যোগ দেন রাজ্য সভাপতি। সম্মেলনস্থলে পৌঁছালে জেলা সভাপতি, স্থানীয় বিধায়ক, পঞ্চায়েত ও পুরসভার জনপ্রতিনিধি সহ বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা পর্ব সম্পন্ন হয়। এসময় মঞ্চে রাজ্য সভাপতির পাশাপাশি জেলা সভাপতি, বিভিন্ন মণ্ডল সভাপতি এবং দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক দেবরায় বলেন, "আজ জেলার বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছে। আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে দলকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। বুথ স্তর থেকে শুরু করে প্রতিটি সাংগঠনিক ইউনিটকে আরও সক্রিয় ও কার্যকর করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে যে উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে, সেই সাফল্য ও অর্জনের বিষয়গুলো কার্যকর্তাদের সামনে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করার জন্য কার্যকর্তাদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।" দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সম্মেলনে সংগঠনের সাংগঠনিক সম্প্রসারণ, বুথ কমিটিগুলিকে আরও সক্রিয় করা, নতুন কর্মী সংগ্রহ, যুব ও মহিলা সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি সম্পর্কেও কার্যকর্তাদের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক বিজেপি কার্যকর্তা ও সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতির এই সফর দক্ষিণ ত্রিপুরায় দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি সঞ্চার করবে বলে মনে করছেন দলীয় নেতাকর্মীরা।

জম্পুইজলায় জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর

কালের আলো প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ১৫ জুন।। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সোমবার জম্পুইজলা ব্লক ভিত্তিক জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। বৌখোরৌই কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই শিবিরের শুভ সূচনা করেন জম্পুইজলা ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে যায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন যাতে প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়।

শিবিরে কৃষি দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি বিভাগের পক্ষ থেকে নানা প্রকল্পের সুবিধা ও পরিষেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি নাগরিকদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, নতুন আবেদন গ্রহণ, অভিযোগ জমা নেওয়া এবং বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়।

বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা জানান, জনকল্যাণ শিবিরের মূল লক্ষ্য হলো কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির তথ্য ও সুবিধা সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এক ছাদের নিচে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা, সহায়তা কেন্দ্র, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংশোধনের সুযোগ পাওয়ায় সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। তিনি বলেন, প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও এই শিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজসেবী নির্মল দেববর্মা, অতিরিক্ত বিডিও বীর বাহাদুর রিয়াংসহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা ও প্রকল্প সম্পর্কে জানতে এবং সুবিধা গ্রহণ করতে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা বিশ্রামগঞ্জে জনকল্যাণ শিবিরের সূচনা

কালের আলো প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৫ জুন।। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সোমবার থেকে তিনদিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবিরের সূচনা হয়েছে। বিশ্রামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন প্রান্তিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় আয়োজিত এই শিবিরের উদ্বোধন করা হয়।

নগর পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে, শিবির চলাকালীন এলাকার সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য ও সহায়তা পাবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান, আবেদনপত্র গ্রহণ, নথিপত্র যাচাই এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে পরামর্শও দেওয়া হবে।

শিবিরে উপস্থিত নাগরিকদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, নাগরিক পরিষেবা, আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল, স্যানিটেশনসহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। এছাড়াও উপযুক্ত সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অফিসার বিংকি সাহা বলেন, সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা যাতে সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী তিন দিন ধরে নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

তিনি আরও বলেন, অনেক সময় তথ্যের অভাব বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে এবং জনগণ সরাসরি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারবেন।

নগর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এলাকার সকল বাসিন্দাকে শিবিরে উপস্থিত হয়ে সরকারি পরিষেবা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। শিবিরটি আগামী তিন দিন প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে চলবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ব্যাটারি চালিত হুইলচেয়ারের দাবিতে পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৭৫ বছরের বৃদ্ধ

কালের আলো প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৫ জুন।। ব্যাটারি চালিত হুইলচেয়ারের দাবিতে তপ্ত রৌদ্র ও শারীরিক কষ্টকে উপেক্ষা করে বিশ্রামগঞ্জ জেলা দিব্যাঙ্গ পুনর্বাসন কেন্দ্রে পৌঁছালেন ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ রঞ্জিত নমঃ। রবিবার তাঁর এই মানবিক আবেদন ঘিরে এলাকায় ব্যাপক সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে।

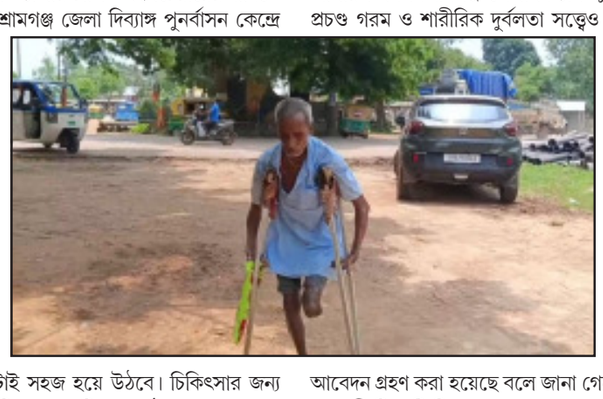

জানা গেছে, দক্ষিণ নলছড় বড়মুড়া এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত নমঃ দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতা ও চলাফেরার সমস্যায় ভুগছেন। বয়সজনিত কারণে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে না পারায় প্রতিদিনই তাঁকে নানা দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। পরিবারের সদস্যদের সহায়তা ছাড়া কোথাও যাতায়াত করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

রঞ্জিত নমঃ জানান, একটি ব্যাটারি চালিত হুইলচেয়ার পেলে তাঁর দৈনন্দিন জীবন অনেকটাই সহজ হয়ে উঠবে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়া, প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করা কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মতো সাধারণ বিষয়গুলোও বর্তমানে তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাই সরকারি সহায়তার আশায় তিনি বিশ্রামগঞ্জ জেলা দিব্যাঙ্গ পুনর্বাসন কেন্দ্রে এসে আবেদন জানান।

প্রচণ্ড গরম ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পৌঁছে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমার বয়স হয়েছে। ঠিকমতো হাঁটতে পারি না। একটি ব্যাটারি চালিত হুইলচেয়ার পেলে নিজের কাজ নিজেই করতে পারব এবং অন্যের উপর নির্ভরশীলতা অনেকটা কমবে।"

স্থানীয় বাসিন্দারাও রঞ্জিত নমঃর এই দাবিকে যথার্থ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, বয়স ও শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে দ্রুত তাঁর জন্য একটি ব্যাটারি চালিত হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করা উচিত। এতে তিনি স্বাভাবিক জীবনযাপনে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে পাবেন।

এদিকে, পুনর্বাসন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তাঁর আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই করে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর।

রঞ্জিত নমঃর মতো বহু প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির জন্য *সাতের পাতায় দেখুন*

হ য ব র ল

■ ঊনকোটি এডিসি ভিলেজের নুনাছড়ার পিজিপি কলোনিতে কংগ্রেসের যোগদান সভা অনুষ্ঠিত।

ন্যাচারাল

● আটের পাতার পর

পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

কৃষি দফতরের কর্মকর্তারা জানান, 'ক্ষেত বাঁচাও' অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো হবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতির সুফল সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক কৃষক এই পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রতি আগ্রহী হন।

অনুষ্ঠান শেষে কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন তথ্যপত্র বিতরণ করা হয় এবং কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের কৃষিকে আরও টেকসই ও পরিবেশবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান উপস্থিত কৃষকরা।

ব্যাটারি

● ছয়ের পাতার পর

সহায়ক উপকরণ সরবরাহের সরকারি প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। তাঁদের মতে, সময়মতো এই ধরনের সহায়তা পৌঁছে গেলে দিব্যাঙ্গ ও প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে।

যুবরাজনগরে

● ছয়ের পাতার পর

সূচনা করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুবিধাভোগীদের কাছে সেগুলি দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের জনকল্যাণ শিবির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান এবং প্রশাসনিক পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করতেও এই উদ্যোগ কার্যকর হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগর আর.ডি. ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) প্রসেনজিৎ মালাকার, ধর্মনগর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শিবিরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পক্ষ থেকে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা পরিষেবা ও তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আবেদন গ্রহণ, সমস্যার শুনানি এবং তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এক ছাদের নিচে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষ সরকারি দপ্তরে বারবার না গিয়েই এই শিবিরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুশাসনের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে নানা জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে যুবরাজনগরে আয়োজিত এই জনকল্যাণ শিবির আগামী ১৭ জুন পর্যন্ত চলবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের আশা প্রকাশ করেছেন আয়োজকরা।

রাজ্যের তরুণ

● চারের পাতার পর

বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আয়োজকদের আশা, এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে শুধু একটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং দক্ষিণ ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক পরিচয়কে আরও সুদৃঢ় করবে এবং নতুন প্রজন্মকে শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করবে।

সঙ্গীত, শিল্প ও সংস্কৃতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে এখন প্রস্তুত শান্তিরবাজার। রাজ্যের সেরা কণ্ঠস্বরের সন্ধানে 'সাউথ ত্রিপুরা আইডল'-এর মঞ্চে নজর থাকবে সকলের।

মৎস্যমন্ত্রী

● চারের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনায় দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চন্ডিপুর ব্লকের ভারপ্রাপ্ত বিডিও ওঙ্কার দেব। উপস্থিত ছিলেন চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় সিনহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী পিন্টু ঘোষ প্রমুখ।

শিবিরে গ্রামীণ জীবিকা মিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের সদস্যদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। মৎস্য দপ্তর, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়া হয়। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পি.আর.টি.সি., এস.টি., এস.সি. ইত্যাদি শংসাপত্র পাওয়ার জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়।

আজ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে কৈলাসহর পুরপরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন করেন চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মহম্মদ মবস্বর আলি, মহকুমা শাসক শান্তিময় দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

গৌরনগর ব্লক কার্যালয়ে তিনদিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন করে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। উপস্থিত ছিলেন গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ বদরুজ্জামান, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রীতম গণ। শিবিরে বিভিন্ন দপ্তর থেকে স্টল খোলা হয়েছে।

গ্রামবাসীদের

● আটের পাতার পর

ডেপুটি কালেক্টর সুব্রত কুমার বিশ্বাস এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ডেপুটি কালেক্টরের উপস্থিতিতে পুলিশ উদ্ধার হওয়া দুটি বাইকে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় বাইক দুটির মধ্যে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় প্রায় ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়।

পুলিশ উদ্ধার হওয়া গাঁজা এবং দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, গাঁজাগুলি পাচারের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে পাচার চক্রের সঙ্গে কারা জড়িত এবং গাঁজার উৎস কোথায়, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রবিবার রাতেই মোহনপুর মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর সুব্রত কুমার বিশ্বাস উদ্ধার অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, প্রশাসনের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে হরিনাখলা গ্রামজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামবাসীদের সাহসী ভূমিকার প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ ঘটনায় এনডিপিএস আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং পলাতক পাচারকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি গাঁজা পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের খুঁজে বের করতেও অভিযান চালানো হচ্ছে।

হুঁশিয়ারি

● আটের পাতার পর

প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে দলের কর্মীদের উপর যে ধরনের বলপ্রয়োগ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং নিন্দনীয়। তিনি বলেন, "বিজেপি-র দলদাসে পরিণত হয়ে সিআরপিএফ কাজ করছে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

তিনি জানান, আগামী দিনে এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় যুব কংগ্রেস নেতৃত্বকেও বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে।

এদিকে কংগ্রেস ভবন সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় যুব কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিরোধী দলনেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধীকেও বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় যুব কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা সফরে এসে আহত কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি ঘটনার বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পারে।

উল্লেখ্য, যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে সোমবার রাজধানী আগরতলায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে একাধিক কর্মী আহত হন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

সেতু নির্মাণে

● আটের পাতার পর

ব্যবসায়ী ও সাধারণ যাত্রীদের এই পথেই জেলা সদর খোয়াইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়।

বর্তমানে সেতুর কাজ বন্ধ থাকায় ডাইভারসন রাস্তার অবস্থাও অত্যন্ত বেহাল। ফলে যানবাহন চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যাত্রীরা প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে চলাচল করছেন। বিশেষ করে বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

অবরোধস্থলে উপস্থিত এলাকাবাসীরা জানান, অবিলম্বে সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তারা। আশারামবাড়ি বিধানসভা এলাকার জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষসহ বৃহত্তর অঞ্চলের বাসিন্দারা দ্রুত সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করে স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

বড়মুড়ায়

● আটের পাতার পর

হারিয়েছে। তবে তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তেলিয়ামুড়া সহ আশপাশের এলাকায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। পরে বিধায়িকা ও তাঁর সঙ্গে থাকা সকলের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং তাঁরা বিপদমুক্ত রয়েছেন বলে নিশ্চিত হওয়ার পর স্বস্তি ফিরে আসে সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে।

অভিষেকের

● তিনের পাতার পর

অভিষেক বলেন, "আমাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু আমরা আত্মসমর্পণকারী মানুষ নই, আমরা প্রতিরোধকারী মানুষ। মানুষের স্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাব।"

যে মামলার তদন্তে তাঁকে তলব করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, চার বছর আগে দায়ের হওয়া একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতেই এই তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি জানান, ২০২২ সালের জুন মাসে সিবিআই তদন্ত শুরু করে এবং পরবর্তী মাসেই কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্কুলেও

● আটের পাতার পর

৩১ হাজার ৮০০ জন ছাত্রীকে বাইসাইকেল প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রীরা শিক্ষার মূল স্রোতে আরও বেশি করে যুক্ত হতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারসহ শিক্ষা দফতরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বাইসাইকেল পেয়ে উচ্ছ্বসিত ছাত্রীরা সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায় এবং পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

মন্টির জীবন

● প্রথম পাতার পর

তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে শোকের আবহ তৈরি হয়। অল্প বয়সে গৃহবধূর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারের সদস্যরা ভেঙে পড়েছেন। কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরাও।

এদিকে, এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। কীভাবে এবং কোন উৎস থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধে সংশ্লিষ্ট দফতরের পক্ষ থেকে সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণেরও দাবি উঠেছে।

গৃহবধূ সরস্বতী চৌধুরীর অকাল প্রয়াণে গামাইবাড়ি এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর পরিবার-পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীরা এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় স্তম্ভিত।

তোড়জোড়

● প্রথম পাতার পর

নির্মাণ প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করার উপর জোর দেন।

বৈঠকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। বিভিন্ন নগর এলাকায় স্থাপিত এলইডি স্ক্রিনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়েও খোঁজখবর নেন তিনি। পাশাপাশি বৃষ্টির জল নিষ্কাশনে পাম্প মেশিনগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা এবং রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলেন।

সভার শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী ভার্চুয়ালি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ভার্চুয়ালি রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

জলকামানে

● প্রথম পাতার পর

আজ অনিশ্চয়তার মুখে। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গোটা দেশ ক্ষুব্ধ। অথচ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এখনও পদে বহাল রয়েছেন। আমরা তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও এই ঘটনার দায় নিতে হবে।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমিয়ে রাখতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করেছে। যুব কংগ্রেসের আন্দোলন শুধু আগরতলাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আগামী দিনে রাজ্যের সর্বত্র এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

প্রায় ৪০ মিনিট ধরে আরএমএস চৌমুহনী এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় থাকে। পরে পুলিশ বিক্ষোভকারী যুব কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের আটক করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং যান চলাচল পুনরায় শুরু হয়।

এদিকে, বিক্ষোভ কর্মসূচিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক মহলসহ বিভিন্ন স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। যুব কংগ্রেস পুলিশের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক বলপ্রয়োগের অভিযোগ তুললেও, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে।

শ্রমিকদের

● প্রথম পাতার পর

করতে থাকেন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সহকর্মী শ্রমিকরা দ্রুত ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে বাগানের অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রথমে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অবস্থার আরও অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাঁকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন।

পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে আগরতলার উদ্দেশ্যে নিয়ে রওনা দেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, জিবি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই বিশালগড় এলাকায় পথেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাজু দাসের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোক। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন তাঁর স্বজনরা। একই সঙ্গে চা বাগানের সহকর্মীদের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকাবাসী ও শ্রমিক মহল এই ঘটনায় গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে বলে স্থানীয় মহলের অভিমত।

স্বপ্নপূরণে

● প্রথম পাতার পর

এগিয়ে রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ডাঃ সাহা বলেন, "সুযোগ পেলে মেয়েরা নিজেদের দক্ষতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নারীদের শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের লক্ষ্য হল নারীদের স্বনির্ভর ও স্বশক্তিশালী করে তোলা।"

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে ত্রিপুরার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ৫০ শতাংশেরও বেশি মহিলা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন। একইভাবে আগরতলা পুর নিগমসহ বিভিন্ন পুর ও নগর সংস্থায়ও মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি শিক্ষার পাশাপাশি মাদকবিরোধী সচেতনতার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, শুধু পড়াশোনা করলেই হবে না, ছাত্রছাত্রীদের ড্রাগসের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও এ বিষয়ে বিশেষ নজরদারি রাখতে হবে। কোনও ছাত্রছাত্রীর আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা গেলে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের নিয়ে ড্রাগস প্রতিরোধ নিয়ে বৈঠক হয়েছে। তাঁদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমাদের একটাই লক্ষ্য ত্রিপুরাকে মাদকমুক্ত রাজ্যে পরিণত করা।'

বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্রীরা যাতে শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেই আহ্বানও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, শিক্ষা দফতরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে, ককবরক ও অন্যান্য ভাষা বিভাগের অধিকর্তা আনন্দ হরি জমাতিয়া, এলিমেন্টারি এডুকেশনের অধিকর্তা হর্সিতা বিশ্বাস, সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধিকর্তা অসীম সাহাসহ শিক্ষা দফতরের অন্যান্য আধিকারিক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্রী।

প্রবেশপথ

● প্রথম পাতার পর

মজুত করেছিল এবং এর পেছনে কারা জড়িত, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনার পর থেকেই এলাকাবাসীর মধ্যে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। স্থানীয়দের মতে, সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় চোরাকারবারি চক্র দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন ধরনের অবৈধ পণ্য পাচারের সঙ্গে জড়িত। তাঁদের অভিযোগ, এত বড় পরিমাণ সিগারেট কোনও সংগঠিত নেটওয়ার্কের সহযোগিতা ছাড়া সীমান্তবর্তী এলাকায় পৌঁছানো বা মজুত করা সম্ভব নয়।

এদিকে বিভিন্ন মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে যে উদ্ধার হওয়া সিগারেট একটি কুখ্যাত পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যদিও এ বিষয়ে পুলিশ এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নাম প্রকাশ করেনি। তদন্তের স্বার্থে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ঘটনাকে ঘিরে আরও একটি অভিযোগ সামনে এসেছে। কয়েকটি সূত্রের দাবি, উদ্ধার হওয়া মালামাল ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য প্রভাব খাটানোর চেষ্টা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের কোনও সরকারি সত্যতা এখনও মেলেনি এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ও নজরদারির একাধিক স্তর থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এত বড় পরিমাণ অবৈধ বার্মিজ সিগারেট সেখানে পৌঁছল। চিনিবাগান পুলিশ নাকা পয়েন্ট অতিক্রম করে কিংবা সীমান্তের বিভিন্ন নজরদারি ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে এই চালান কীভাবে জঙ্গলে মজুত করা হল, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ বাড়ছে। নাকা পয়েন্ট, গোয়েন্দা নজরদারি এবং সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শুধুমাত্র সিগারেট উদ্ধার করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। এর সঙ্গে জড়িত মূল হোতা, অর্থের জোগানদাতা, পরিবহনকারী এবং পাচারচক্রের সদস্যদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধ চোরাচালান বন্ধ করা সম্ভব হবে না।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সিগারেটের উৎস, মালিকানা এবং সম্ভাব্য পাচারচক্রের সঙ্গে যোগসূত্র খতিয়ে দেখতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে আগামী দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ধর্মনগর

● প্রথম পাতার পর

পাঁচজন ত্রিপুরা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন। দীর্ঘ শুনানির পর সোমবার উচ্চ আদালত তাঁদের আগাম জামিন মঞ্জুর করে। আগাম জামিন পাওয়া পাঁচ অভিযুক্ত হলেন মনোজ পুরকায়স্থ, প্রবাল কান্তি দেব, হীরকজ্যোতি নাথ, সরোজ দেব এবং অভিজিৎ দাস।

উল্লেখ্য, এই মামলায় এর আগেই কঙ্কন চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। যদিও মামলার তদন্ত এখনও অব্যাহত রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে, হাইকোর্টের এই নির্দেশকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। মামলার তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং ভবিষ্যতে আরও কোনও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় কি না, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে রাজ্যবাসীর। বহুল আলোচিত এই মামলার পরবর্তী অগ্রগতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে কৌতূহল তুঙ্গে।

জরুরী ঘোষণা

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপন দেখে যদি কেউ বিজ্ঞাপনদাতা কিংবা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে কোন ধরনের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক কিংবা অন্য যেকোনও ধরনের ক্ষতি বা প্রতারণার শিকার, তাহলে এর দায় পত্রিকা কতৃপক্ষের নয়।

CMYK

কালের আলো

Tuesday, 16 June, 2026 ■ মঙ্গলবার, ১ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

E-Paper ▸ www.epaper.kaleralo.in E-mail ▸ kaleralopatrika@gmail.com News Portal ▸ www.kaleralo.in

■ নিট প্রশ্নফাঁস সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আগরতলায় প্রদেশ যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল।

ন্যাচারাল ফার্মিং ও অর্গানিক চাষে জোর ডুকলি ব্লকে শুরু ‘ক্ষেত বাঁচাও’ অভিযান

কালের আলো **প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং মাটির উর্বরতা রক্ষার লক্ষ্যে ত্রিপুরায় শুরু হয়েছে ‘ক্ষেত বাঁচাও’ অভিযান। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার ডুকলি কৃষি বিভাগের উদ্যোগে প্রতাপগড়ের প্রিয়লাল স্মৃতি ভবনে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ গণেশ দাস, কৃষি দফতরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব দেববর্মা সহ কৃষি দফতরের অন্যান্য আধিকারিক এবং এলাকার বহু কৃষক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে সফলভাবে দেশ পরিচালনা করছেন। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য হলো ধরিত্রী মাতাকে রক্ষা করা এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই ভাবনা থেকেই সারা দেশে ‘ক্ষেত বাঁচাও’ অভিযান শুরু হয়েছে। ত্রিপুরাতেও ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত এক মাসব্যাপী এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

মন্ত্রী জানান, কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক ও জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদকে উৎসাহিত করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার হেক্টর জমিতে অর্গানিক বা জৈব চাষ শুরু হয়েছে এবং সেখান থেকে উৎপাদিত ফসল বাজারজাতও হচ্ছে। পাশাপাশি প্রায় ৫ হাজার হেক্টর জমিতে ন্যাচারাল ফার্মিং বা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ চলছে। চলতি বছরে আরও ১৬ হাজার হেক্টর জমিকে ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, “মাটি, জল ও পরিবেশকে সুস্থ রাখতে হলে কৃষকদের ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক ও জৈব কৃষির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এর ফলে উৎপাদিত ফসল যেমন স্বাস্থ্যকর হবে, তেমনি কৃষি জমির উর্বরতাও দীর্ঘমেয়াদে বজায় থাকবে।”

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। কৃষকদের অবদান ছাড়া রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উদাহরণ দিয়ে তিনি জানান, রাজ্যের মোট আয়ের মধ্যে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ৪৮ শতাংশের কাছাকাছি, যেখানে শিল্প খাতের অবদান মাত্র ৯ শতাংশ। বাকি অংশ আসে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে। ফলে কৃষির উন্নয়ন মানেই রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষি বিজ্ঞানীরা কৃষকদের উদ্দেশ্যে জৈব ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। কীভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে গোবর, জৈব সার এবং প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে অধিক ফলন *সাতের পাতায় দেখুন*

স্কুলেও ছড়াচ্ছে ড্রাগসের থাবা উদ্বেগে প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহার

কালের আলো **প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।।** ত্রিপুরায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকাসক্তির প্রবণতা বাড়ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। তিনি বলেন, শুধু কলেজ নয়, স্কুল স্তরেও ড্রাগসের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সোমবার রাজধানী আগরতলায় শিশু বিহার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের আধিকারিক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের আচরণ, চলাফেরা কিংবা দৈনন্দিন অভ্যাসে কোনও অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা গেলে তা গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের আরও সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, “ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে সম্মিলিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।”

তিনি জানান, রাজ্য সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, কর্মমুখী শিক্ষা এবং গুণগত শিক্ষার প্রসারে একাধিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কন্যাশিক্ষাকে আরও উৎসাহিত করতে এবং বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ কর্মসূচি চালু রাখা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাইসাইকেল পাওয়ার ফলে ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত সহজ হবে এবং সময়মতো স্কুলে পৌঁছতে সুবিধা হবে। একই সঙ্গে তিনি ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বাইসাইকেলের যথাযথ ব্যবহার করার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, এই উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং বিদ্যালয় ত্যাগের প্রবণতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অনুষ্ঠানে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে বর্তমানে স্কুলছুট বা ড্রপআউটের সংখ্যা আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এই ইতিবাচক ধারা বজায় রাখতে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরকে বাইসাইকেল বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার নির্দেশনাও দেন তিনি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের *সাতের পাতায় দেখুন*

বড়মুড়ায় বিধায়িকার গাড়িতে পিকআপের ধাক্কা, অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়াল

কালের আলো **প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুন ।।** অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়। আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে ফেরার পথে বড়মুড়া পাহাড় এলাকায় তাঁর গাড়ির সঙ্গে একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ির সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, বড়মুড়া পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তায় একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। একটি বাঁক নেওয়ার সময় সেটি সজোরে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়ের বহরে থাকা গাড়িতে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঘটনাস্থলে কিছু সময়ের জন্য আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

দুর্ঘটনায় বিধায়িকার গাড়ির চালক আহত হন। এছাড়া বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়, তাঁর দুই নিরাপত্তারক্ষী এবং ব্যক্তিগত সহকারী (সিএ) সামান্য আঘাত পান বলে জানা গেছে। তবে কারও আঘাত গুরুতর নয় এবং সকলেই বর্তমানে নিরাপদে রয়েছেন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা এবং নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। খবর পেয়ে চম্পকনগর আউট পোস্টর পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ বোলেরো পিকআপ গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতি কিংবা চালকের অসাবধানতার কারণেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ *সাতের পাতায় দেখুন*

যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভে লাঠিচার্জের অভিযোগ কমান্ড্যান্টের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

কালের আলো **প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।।** যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সিআরপিএফ-র বিরুদ্ধে বেআইনি লাঠিচার্জ, মহিলা কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং সাংবাদিকদের উপর হামলার অভিযোগ তুলে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। ঘটনার জন্য সিআরপিএফ-র কমান্ড্যান্ট রাম কুমারকে দায়ী করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠন।

সোমবার আগরতলার কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা অভিযোগ করেন, যুব কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচিকে দমন করার উদ্দেশ্যে সিআরপিএফ জওয়ানরা অযৌক্তিকভাবে লাঠিচার্জ চালিয়েছে। তাঁর দাবি, ঘটনাস্থলে রাজ্য পুলিশের ডিআইজি, আইজি-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক উপস্থিত থাকলেও তাঁদের কোনও নির্দেশ ছাড়াই সিআরপিএফ বাহিনী বলপ্রয়োগ করে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আহত যুব কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিত রেখে নীলকমল সাহা বলেন, “ত্রিপুরা পুলিশ লাঠিচার্জ করেনি। সিআরপিএফ-র জওয়ানরাই কমান্ড্যান্ট রাম কুমারের নেতৃত্বে নির্বিচারে লাঠিপেটা করেছে। বহু যুব কংগ্রেস কর্মী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। মহিলা কর্মীদের জামাকাপড় টেনে ছিঁড়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টাও করা হয়েছে।”

তিনি আরও অভিযোগ করেন, শুধু বিক্ষোভকারীরাই নন, ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত সাংবাদিকরাও সিআরপিএফ-র আচরণের শিকার হয়েছেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপরও হামলা ও হেনস্তার অভিযোগ তুলে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান তিনি। *সাতের পাতায় দেখুন*

গ্রামবাসীদের তৎপরতায় ভেস্তে গেল পাচারের চেষ্টা, গাঁজা-সহ দুই বাইক জব্দ

কালের আলো **প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।।** গ্রামবাসীদের তৎপরতা ও প্রতিরোধের মুখে পড়ে গাঁজা পাচারকারীরা দুটি বাইক ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাইক দুটিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। পাশাপাশি ব্যবহৃত দুটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনাটি রবিবার গভীর রাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সিধাই থানাধীন মোহনপুর মহকুমার হরিনাখলা গ্রামে ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে হরিনাখলা গ্রামের মূল সড়ক দিয়ে একাধিক মোটরসাইকেলের অস্বাভাবিক যাতায়াত লক্ষ্য করেন গ্রামবাসীরা। গভীর রাতে বারবার বাইকের ছোটাছুটি দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। এরপর গ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলাকায় নজরদারি শুরু করেন এবং সন্দেহভাজন বাইকগুলিকে আটকানোর চেষ্টা করেন।

গ্রামবাসীদের সক্রিয় প্রতিরোধের মুখে পড়ে দুই বাইক আরোহী পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে তাঁদের বাইক ফেলে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর এলাকাবাসী বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে সিধাই থানায় জানায়।

খবর পেয়ে সিধাই থানার ওসি, মোহনপুরের এসডিপিও, মহকুমা প্রশাসনের *সাতের পাতায় দেখুন*

সেতু নির্মাণে শামুকের গতি, দুর্ভোগে হাজারো মানুষ, ক্ষোভে ফুঁসছে তুলাশিখর-চাম্পাহাওড়

কালের আলো **প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ জুন ।।** নির্মীয়মান সেতুর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে ফের সড়ক অবরোধে সামিল হলেন এলাকাবাসী। সোমবার খোয়াই মহকুমার প্রত্যন্ত তুলাশিখর-চাম্পা হাওড় সড়কে এই অবরোধ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। একই দাবিতে গত পাঁচ মাস আগে একবার অবরোধ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলেও প্রশাসনের আশ্বাসের পর তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খোয়াইয়ের চাম্পাহাওড় থেকে কলাবাগান হয়ে তুলাশিখরগামী সড়কের উপর নির্মীয়মান সেতুটির কাজ প্রায় এক বছর আগে শুরু হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নির্মাণ কাজের নামে সরকারি অর্থ অপচয় হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনও কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। সেতুর কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

পাঁচ মাস আগে একই দাবিতে সড়ক অবরোধের পর তুলাশিখর ব্লকের বিডিও ঘটনাস্থলে এসে দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। পরে অস্থায়ীভাবে কংক্রিট, সুরকি ও অন্যান্য সামগ্রী ফেলে একটি ডাইভারসন রাস্তা তৈরি করা হয়। তবে বর্ষার বৃষ্টিতে সেই ডাইভারসন এখন প্রায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দ সৃষ্টি হয়েছে, ফলে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, পূর্ত দপ্তর বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেতুর নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীকে দেখা যায় না। পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। জনগণের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধানে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, খোয়াই-চাম্পা হাওড় সড়কটি পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম। এই সড়ক ব্যবহার করে গান্ধীবাজার, চাম্পাছড়া, তুলাশিখর, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়, চাম্পা হাওড় থানা, তুলাশিখর ব্লক কার্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাতায়াত করেন হাজার হাজার মানুষ। প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, সরকারি কর্মচারী, *সাতের পাতায় দেখুন*

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক গোবিন্দ দেবনাথ কর্তৃক সাহাপাড়া, বনকুমারী, যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০৪ থেকে প্রকাশিত।
প্লেনেট কম্পিউটার, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৬৫৮৭৬৬২ । সম্পাদক ঃ গোবিন্দ দেবনাথ

Owner, Publisher & Printer : Gobinda Debnath. Published from Sahapara, Bankumari, Jogendranagar, Agartala, West Tripura - 799004.
Printed from Planet Computer, Laxminarayan Bari Road, Agartala, West Tripura - 799001. Contact- 9436587662. Editor : Gobinda Debnath

CMYK